www.BANGLAKITAB.com

قُلْتَ : لأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِيْ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : « اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ الَّذِيْ أُوْتِيتُهُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১০০৯. হযরত আবু সাঈদ রাফি, ইবন মু'আল্লা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন ঃ মসজিদ থেকে বের হবার আগে কুরআনের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা সম্পন্ন সূরাটি কি আমি তোমাকে জানিয়ে দেব না? একথা বলে তিনি আমার হাত ধরলেন। তারপর যখন আমরা মসজিদ থেকে বের হতে যাচ্ছিলাম, আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি না বলেছিলেন, আমি অবশ্য তোমাকে কুরআনের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা সম্পন্ন সূরাটি জানিয়ে দেব। জবাবে তিনি বললেন ঃ সূরা ফাতিহা। এতে সাতটি আয়াত রয়েছে। (যা নামাযে বারবার পড়া হয়ে থাকে) আর এটি হচ্ছে উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন কুরআন, যা আমাকে দেয়া হয়েছে। (বুখারী)

١٠١٠- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِيْ: قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ: «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ :.أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِأَصْحَابِهِ : « أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ فِيْ لَيْلَةٍ » فَشَقَّ ذَالِكَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالُوْا : أَيُّنَا يُطِيْقُ ذَالِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : فَقَالَ : « قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ، اَللّٰهُ الصَّمَدُ : ثُلُثُ الْقُرْآنِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১০১০. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি সূরা ইখ্‌লাস-এর ব্যাপারে বলেনঃ "যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, নিঃসন্দেহে এ সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান"।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবা কিরামকে বলেন ঃ তোমাদের কেউ কি রাতে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে অক্ষম? সাহাবাদের এটা বড় কঠিন লাগল। তাঁরা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি এর ক্ষমতা রাখে? তিনি বললেন ঃ 'কুল হু আল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস্ সামাদ' (সূরা ইখ্‌লাস) হচ্ছে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ। (বুখারী)

١٠١١- وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ : « قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ » يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَذَكَرَ ذَالِكَ لَهُ وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالُّهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

www.BANGLAKITAB.com

১০১১. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে 'কুল হু আল্লাহু আহাদ' (সূরা ইখ্‌লাস) পড়তে শুনল। সে বারবার সেটা পড়ছিল। সকাল হবার পর প্রথম ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করল। আর লোকটি যেন এ আমলটিকে সামান্য মনে করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, এ সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। (বুখারী)

١٠١٢- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِيْ : قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ : « إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০১২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "কুল হু আল্লাহু আহাদ" (সূরা ইখ্‌লাস) সম্পর্কে বলেছেন ঃ এ সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। (মুসলিম)

١٠١٣- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ أُحِبُّ هٰذِهِ السُّوْرَةَ : قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ، قَالَ : « إِنَّ حُبَّهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১০১৩. হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই "কুল হু আল্লাহু আহাদ" ইখ্‌লাস সূরাটি ভালোবাসি"। জবাবে তিনি বললেন ঃ "তোমার এই সূরাটির প্রতি ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে"। (তিরমিযী)

١٠١٤- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتْ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ ؟ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০১৪. হযরত উকবা ইব্‌ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কি জান না, আজ রাতে এমন কতিপয় আয়াত নাযিল হয়েছে যার কোন নযীর ইতিপূর্বে ছিল না? (সে আয়াতগুলি হচ্ছে) 'কুল আ'উযূ বিরাব্বিল ফালাক' ও 'কুল আ'উযূ বিরাব্বিল নাস' অর্থাৎ সূরা ফালাক ও নাস।' (মুসলিম)

١٠١٥- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ ، وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ ، حَتّٰى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ ، فَلَمَّا نَزَلَتَا ، أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

www.BANGLAKITAB.com

১০১৫. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিন্ ও মানুষের নজর লাগা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' (সূরা ফালাক) ও 'কুল আউযু বিরাব্বিল নাস' (সূরা নাস) সূরা দু'টি নাযিল হয়। এ সূরা দু'টি নাযিল হওয়ার পর তিনি এ দু'টিকে ঐ উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে নিলেন এবং অন্য কিছু পরিহার করলেন। (তিরমিযী)

١٠١٦- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مِنَ الْقُرْآنِ سُوْرَةٌ ثَلاَثُوْنَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰى غُفِرَ لَهُ ، وَهِىَ : تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ.

১০১৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কুরআনের একটি সূরায় তিরিশটি আয়াত রয়েছে। সূরাটি এক ব্যক্তির শাফা'আত (সুপারিশ) করল, শেষ পর্যন্ত (এর ফলে) ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয়া হল। আর এ সূরাটি হচ্ছে"তাবারাকাল্লাযী বি-ইয়দিহিল মুল্ক"(সূরা মুল্ক)। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

١٠١٧- وَعَنْ أَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০১৭. হযরত আবু মাসঊদ আল-বাদ্‌রী (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এক রাতে সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত (আ-মানার রাসূলু বিমা উনযিলা .... ২৮৫, লা-ইউ কাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসয়াহা .... ২৮৬ আয়াত) পাঠ করে তা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠١٨- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لاَتَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِىْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০১৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না। অবশ্য যে ঘরে সূরা বাকারা পড়া হয় সে ঘর থেকে শয়তান পালিয়ে যায়। (মুসলিম)

١٠١٩- وَعَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِىْ أَىُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَعَكَ أَعْظَمُ ؟ قُلْتُ : اَللّٰهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ، فَضَرَبَ فِىْ صَدْرِىْ وَقَالَ : « لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

www.BANGLAKITAB.com

১০১৯. হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "হে আবুল মুনযির! তুমি কি জান, তোমার সংগে যে আল্লাহর কিতাব আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আয়াত কোনটি? আমি বললাম, সে আয়াতটি হচ্ছে ঃ "আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইউল কাইউম ....." (আয়াতুল কুরসী) তিনি আমার বুক চাপড়িয়ে বললেনঃ হে আবুল মুনযির! ইল্‌ম তোমার জন্য মুবারক হোক। (মুসলিম)

١٠٢٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : وَكَّلَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ ، فَأَتَانِيْ آتٍ ، فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ : لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، قَالَ : إِنِّيْ مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ ، وَبِيْ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ ، فَخَلَّيْتُ عَنْهُ ، فَأَصْبَحْتُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ ؟ » قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ شَكَا حَاجَةً وَعِيَالاً فَرَحِمْتُهُ ، فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ. فَقَالَ : « أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ » فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُوْدُ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَقُلْتُ : لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، قَالَ : دَعْنِيْ فَإِنِّيْ مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ لَا أَعُوْدُ ، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ ؟ » قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ شَكَا حَاجَةً وَعِيَالاً فَرَحِمْتُهُ ، فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ ، فَقَالَ : « إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ » فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ. فَجَاءَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ ، فَأَخَذْتُهُ ، فَقُلْتُ : لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، وَهٰذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّكَ لَا تَعُوْدُ ثُمَّ تَعُوْدُ ! فَقَالَ : دَعْنِيْ فَإِنِّيْ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللّٰهُ بِهَا ، قُلْتُ : مَا هُنَّ ؟ قَالَ : إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ، فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ ، وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ ، فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ فَأَصْبَحْتُ ، فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ ؟ » قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِيْ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِيَ اللّٰهُ بِهَا ، فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ قَالَ : « مَا هِيَ ؟ » قُلْتُ : قَالَ لِيْ : إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ : (اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ)

www.BANGLAKITAB.com

وَقَالَ لِيْ : لاَ يَزَالُ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ، وَلَنْ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ »؟ قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : « ذَاكَ شَيْطَانٌ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১০২০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে রমযানের যাকাত (সাদাকায়ে ফিত্‌র) সংরক্ষণ ও পাহারা দেবার দায়িত্ব দিলেন। এ দায়িত্ব পালনকালে এক ব্যক্তি আমার কাছে আসল এবং খাদ্য বস্তু তুলে নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম। তাকে বললাম ঃ আমি তোমাকে অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদ্‌মতে পেশ করব। সে বলল ঃ "আমি একজন অভাবী, সন্তানদের বোঝাও আমার ঘাড়ে আছে এবং প্রয়োজনও আমার খুব বেশী।" আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "হে আবূ হুরায়রা! গত রাতে তোমার কয়েদী কি করল?" আমি বললাম ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তার অভাব ও সন্তানদের কথা বলল, তাই আমি দরাপরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছি।" তিনি বললেন ঃ সে অবশ্য তোমাকে মিথ্যা বলেছে। তবে আবার সে আসবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথায় আমি জানতে পারলাম, সে আবার আসবে। কাজেই আমি তার জন্য আঁড়ি পেতে থাকলাম। সে এসে খাদ্য বস্তু নিতে লাগল। আমি বললাম ঃ "তোমাকে আমি অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত করব।" সে বলল "আমাকে ছেড়ে দাও, কারণ আমি অভাবী আর সন্তানদের বোঝাও আমার ওপর আছে। এরপর আমি আর চুরি করতে আসব না।" তার কথায় দয়াপরবশ হয়ে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "হে আবু হুরায়রা! গতরাতে তোমার বন্দী কি করল।" আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে অভাব ও সন্তান পালনের ব্যয় ভারের অভিযোগ করল। কাজেই আমি দয়া পরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিলাম।" তিনি বললেন ঃ অবশ্য সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে। তবে সে আবার আসবে।" এরপর আমি তৃতীয়বার তার জন্য আঁড়ি পেতে থাকলাম। সে এসে খাদ্য বস্তু সরাতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম। আমি বললাম ঃ "আমি অবশ্য তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পেশ করব। কারণ এই নিয়ে তিন বার তুমি বলেছ যে, তুমি আর ফিরবে না। কিন্তু প্রত্যেকবারেই তুমি ফিরে এসেছে।" সে বললো "আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে এমন কিছু কালেমা শিখিয়ে দিব যার ফলে আল্লাহ্ আপনাকে লাভবান করবেন।" আমি বললাম ঃ "সেগুলো কি?" সে বলল "যখন বিছানায় ঘুমুতে যাবেন আয়াতুল কুরসী পড়বেন এর ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার ওপর সব সময় একজন হিফাযতকারী নিযুক্ত থাকবে এবং শয়তান আপনার ধারে কাছে ঘেঁসতে পারবে না। এভাবে সকাল হয়ে যাবে।" একথা শুনে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

www.BANGLAKITAB.com

সাল্লাম এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "গত রাতে তোমার কয়েদী কি করল?" আমি বললামঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ!" সে ওয়াদা করল যে, সে এমন কিছু কালেমা শিখিয়ে দিবে যার ফলে আল্লাহ্ আমাকে লাভবান করবেন। ফলে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।" তিনি জিজ্ঞেসা করলেন ঃ সেগুলো কি? আমি বললাম ঃ সে আমাকে বললো, আপনি বিছানায় ঘুমুতে যাবার সময় 'আয়াতুল কুরসী' পড়বেন- اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ প্রথম থেকে শুরু করে শেষ আয়াত পর্যন্ত। আর সে আমাকে এও বলেছে এর ফলে আল্লাহ্ পক্ষ থেকে একজন হিফাযতকারী সব সময় আপনার ওপর নিযুক্ত থাকবে এবং শয়তান আপনার কাছেও ঘেঁসতে পারবে না এবং এভাবে সকাল হয়ে যাবে। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এ কথাটা সে অবশ্য তোমাকে সত্য বলেছে। তবে সে নিজে হচ্ছে মিথ্যুক। কিন্তু হে আবু হুরায়রা! তুমি কি জান গত তিন দিন থেকে তুমি কার সাথে কথা বলছ ? আমি বললাম ঃ না, আমি জানি না। তিনি বললেন ঃ সে হচ্ছে শয়তান। (বুখারী)

١٠٢١- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ ». وَفِي رِوَايَةٍ : « مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ » رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.

১০২১. হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জালের হাত থেকে বেঁচে যাবে। অন্য এক বর্ণনাতে আছে, সূরা কাহফের শেষ দশটি আয়াত। (মুসলিম)

١٠٢٢- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَيْنَمَا جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ نَقِيْضًا مِنْ فَوْقِهِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : هٰذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ وَلَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ : هٰذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ ، فَسَلَّمَ وَقَالَ : أَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ أُوْتِيْتَهُمَا ، لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ : فَاتِحَةُ الْكِتَابِ ، وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهَا إِلاَّ أُعْطِيْتَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০২২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন হযরত জিব্রীল (আ.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসেছিলেন। তিনি ওপর থেকে কিছু আওয়াজ শুনে মাথা উঠিয়ে দেখলেন এবং বললেন ঃ এটি হচ্ছে আকাশের একটি দরজা। আজকের দিনের এটা খোলা হয়েছে। কিন্তু ইতিপূর্বে আর কোনদিন এটা খোলা হয়নি। তারপর এই দরজা দিয়ে একজন ফিরিশ্তা অবতরণ করলেন। হযরত জিব্রীল (আ.) বললেনঃ এই ফিরিশ্তাটি পৃথিবীতে অবতরণ করেছে। ইতিপূর্বে আর কখনো সে পৃথিবীতে অবতরণ করেনি। ফিরিশ্তাটি তাঁকে (নবী সা) সালাম করলেন এবং বললেন ঃ সংসংবাদ গ্রহণ

www.BANGLAKITAB.com

করুন, এমন দু'টি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন যা আপনাকে দেয়া হয়েছে এবং আপনার পূর্বে আর কোন নবীকে দেয়া হয়নি। সে দু'টি হচ্ছে ঃ সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার শেষ আয়াত। সেগুলির কোন একটি হরফ পড়লেই আপনাকে তার সাওয়াব দেয়া হবে। (মুসলিম)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْإِجْتِمَاعِ عَلَى الْقِرَاءَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন মজীদ তিলাওয়াতের জন্য এক'ত্র হওয়া মুস্তাহাব।

١٠٢٣- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ ، وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০২৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন একটি দল আল্লাহর কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহ্ কিতাব (পবিত্র কুরআন) তিলাওয়াত করলে এবং নিজেদের মধ্যে তার আলোচনা করলে অবশ্যম্ভাবী রূপে তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল হয় এবং রহমত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আর ফিরিশ্‌তারা নিজেদের ডানা মেলে তাদের ওপর ছায়া বিস্তার করে এবং আল্লাহর নিকটে যাঁরা থাকেন তাঁদের মধ্যে তিনি তার আলোচনা করেন। (মুসলিম)

بَابُ فَضْلِ الْوُضُوْءِ

অনুচ্ছেদ ঃ অযূর ফযীলত

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ .... مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلٰكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (المائدة : ٦)

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামযের জন্য উঠবে, তোমাদের নিজেদের মুখমণ্ডল .... আল্লাহ্ তোমাদের জীবনকে সংকীর্ণ করে দিতে চান না। তিনি চান তোমাদেরকে পবিত্র করতে এবং তাঁর নিয়ামত তোমাদের ওপর সম্পূর্ণ করে দিতে।" (সূরা মায়িদাঃ ৬)

١٠٢٤- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « إِنَّ أُمَّتِيْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

www.BANGLAKITAB.com

১০২৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মাতকে কিয়ামতের দিন "গুররান মুহাজ্জালীন" –উজ্জল কপাল ও শুভ্র অংশের (কপাল চাঁদা) অধিকারী বলে ডাকা হবে। অযূ করার সময় যে সব অংগ ধোয়া হয় সেখান থেকেই এর নিদর্শন ফুটে বের হবে। কাজেই তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি নিজের ঔজ্জল্য বাড়াবার ক্ষমতা রাখে তার তা করা উচিত অর্থাৎ যথারীতি সুন্দরভাবে পরিপূর্ণ অযূ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٢٥– وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ خَلِيْلِيْ ﷺ يَقُوْلُ : « تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوْءُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০২৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমার হাবীব (রাসূলুল্লাহ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি ঃ "মু'মিনের সৌন্দর্য সে পর্যন্ত পৌঁছে যাবে যে পর্যন্ত তার অযূর পানি পৌঁছে যাবে"। (মুসলিম)

١٠٢٦– وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০২৬. হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অযূ করে এবং খুব ভালোভাবে ও সুন্দর করে অযূ করে তার শরীর থেকে সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার নখের নিচ থেকেও বের হয়ে যায়। (মুসলিম)

١٠٢٧– وَعَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوْئِيْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ : « مَنْ تَوَضَّأَ هٰكَذَا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০২৭. হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম অযূ করতে এই যেমন আমি অযূ করছি ঠিক এমনিভাবে। এভাবে অযূ করার পর তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি এভাবে অযূ করবে তার পিছনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর তার নামায ও মসজিদ পর্যন্ত আসা নফল (বাড়তি সাওয়াব) হয়ে যাবে। (মুসলিম)

١٠٢٨– وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ

www.BANGLAKITAB.com

إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০২৮. হযরত হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যখন মুসলমান বা মু'মিন বান্দা অযূ করে এবং তার মুখমণ্ডল ধুয়ে ফেলে পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুটির সাথে তার চেহারা থেকে সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায় যেগুলোর দিকে সে তার চোখ দু'টির সাহায্যে দৃষ্টিপাত করেছিল। তারপর যখন সে তার হাত দু'টি ধুয়ে ফেলে, পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুটির সাথে তার হাত দু'টি থেকে সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায় যা তার হাত দু'টি ধরে ছিল। এরপর যখন সে তার পা দু'টি ধুয়ে ফেলে, পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুটির সাথে সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায় যার দিকে তার পা দু'টি এগিয়ে গিয়েছিল, এমনকি সে গুনাহ থেকে সম্পূর্ণ পাকসাফ হয়ে যায়। (মুসলিম)

١٠٢٩- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ : « اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا » قَالُوا : أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : « أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ » قَالُوا : كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ : « أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ ؟ » قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ ، قَالَ : « فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০২৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর স্থানে এলেন এবং বললেন ঃ "আস্সালামু আলাইকুম দারা কাওমিম মুমিনীন, ওয়া ইন্না ইনশা আল্লাহ বিকুম লা-হিকুন" –হে মু'মিনদের আবাসস্থলের অধিবাসীরা, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক আর আমরা ইনশা আল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হব"। আমার হৃদয়ের একান্ত ইচ্ছে ছিল আমাদের ভাইদেরকে দেখব। সাহাবা কিরাম (রা.) জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি আপনার ভাই নই? জবাব দিলেন ঃ তোমরা আমার সাথী আর আমার ভাই হচ্ছে তারা যারা এখন দুনিয়ায় আসেনি। সাহাবাগণ বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উম্মতের যে সব লোক এখন আসেনি তাদের আপনি কেমন চিনবেন? তিনি জবাব দিলেন ঃ দেখ, যদি কোন ব্যক্তির সাদা কপাল ও সাদা পাওয়ালা ঘোড়া অন্য কাল ঘোড়ার মধ্যে

www.BANGLAKITAB.com

মিশে থাকে তাহলে কি তার ঘোড়া চিনে নিতে পারবে না? সাহাবা কিরাম (রা.) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেন পারবেন না? তিনি বললেন ঃ তাহলে কিয়ামতের দিন তারা এমন অবস্থায় আসবে যখন অযূর প্রভাবে তাদের কপাল ও হাত-পা থেকে ঔজ্জল্য ঠিকরে পড়তে থাকবে এবং আমি তাদের আগেই হাউযে (কাওসার) পৌঁছে যাব। (মুসলিম)

١٠٣٠- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُوْ اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ قَالُوْا : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ : إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى مَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ؛ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ ، فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৩০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদের সে জিনিসটির খবর দেব না যার সাহায্যে আল্লাহ গুনাহ মুছে ফেলেন এবং যার মাধ্যমে তোমাদের মর্যাদা উন্নত হয়? সাহাবা কিরাম (রা.) বললেন ঃ হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ সেটি হচ্ছে, কঠিন সময়ে পরিপূর্ণভাবে অযূ করা, মসজিদের দিকে গমন করা এবং এক নামাযের পর আর এক নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। এটিই তোমাদের প্রিয় জিনিস! এটিই তোমাদের প্রিয় জিনিস। (মুসলিম)

١٠٣١- وَعَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৩১. হযরত আবু মালিক আল-আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "পবিত্রতা অর্জন করা হচ্ছে ঈমানের অর্ধাংশ"। (মুসলিম)

١٠٣٢- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৩২. হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে অযূ করে পরিপূর্ণভাবে অথবা (তিনি বলেন ঃ) যথাযথভাবে তারপর বলে, "আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু" তবে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। সেগুলির যেটির মধ্য দিয়ে ইচ্ছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ فَضْلِ الأَذَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ আযানের ফযীলত।

١٠٣٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِيْ النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ. ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا عَلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْ التَّهْجِيْرِ لاَسْتَبَقُوْا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْ الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৩৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ লোকে যদি জানত আযান দেয়া ও নামাযের প্রথম কাতারের মধ্যে কি আছে (কি পরিমাণ সাওয়াব ও মর্যাদা আছে) তাহলে তারা লটারীর মাধ্যমে ছাড়া সেগুলো হাসিল করতে পারত না। আর যদি তারা জানত নামাযে আগে আসার মধ্যে কি আছে (কি পরিমাণ সাওয়াব ও মর্যাদা আছে) তাহলে তারা সে দিকে অগ্রবর্তী হবার জন্য প্রতিযোগিতা করত। আর যদি তারা জানত এশার ও ফজরের নামাযের মধ্যে কি আছে (কি পরিমাণ সাওয়াব ও মর্যাদা আছে) তাহলে হামাগুঁড়ি দিয়ে আসতে হলেও তারা সেদিকে আসত। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٣٤- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « الْمُؤَذِّنُوْنَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৩৪. হযরত মু'আবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "কিয়ামতের দিন মুয়ায্যিনগণ লোকদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা হবে গাড়ের দিক দিয়ে"। (মুসলিম)

١٠٣٥- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ صَعْصَعَةَ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ : « إِنِّيْ أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِيْ غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ لِلصَّلاَةِ ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১০৩৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবু সা'সা'আ (রা.) থেকে বর্ণিত। আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) তাঁকে বলেছেন ঃ আমি দেখছি তুমি ছাগল ও বনভূমি ভালবাস। কাজেই যখন তুমি নিজের ছাগলগুলির সাথে বা বনভূমির মধ্যে থাকবে, নামাযের জন্য আযান দেবে এবং উচ্চস্বরে আযান দিবে। কারণ আযানদাতার সুউচ্চ স্বর জিন্, মানুষ ও বস্তু সমষ্টির মধ্যে যারাই শুনবে কিয়ামতের দিন তারাই তার জন্য সাক্ষ্য দিবে। আবু সাঈদ (রা.) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে আমি একথা শুনেছি। (বুখারী)

www.BANGLAKITAB.com

١٠٣٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِذَا نُوْدِيَ بِالصَّلَاةِ ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ ، لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعُ التَّأْذِينَ ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُوْلُ : اذْكُرْ كَذَا ، وَاذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَذْكُرْ مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৩৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন নামাযের জন্য আযান দেয়া হয়, শয়তান ছুটে পালিয়ে যেতে থাকে। এবং তখন সে এমন জোরে বাতকর্ম করতে থাকে যার ফলে আযানের আওয়াজ শুনতে পায় না। তারপর আযান শেষ হয়ে গেলে সে ফিরে আসে। আবার যখন নামাযের জন্য ইকামত দেয়া হয় সে দৌড়িয়ে পালিয়ে যায়। এমনকি ইকামত শেষ হয়ে গেলে সে আবার ফিরে আসে যাতে মানুষ ও তার নফসের মধ্যে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করতে পারে। শয়তান বলে ঃ অমুক জিনিসটা স্মরণ কর, অমুক জিনিসটা মনে কর, যা ইতিপূর্বে তার স্মরণ ছিল না। এমনকি এভাবে মানুষ এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় যে, তার মনে থাকে না, সে কয় রাকা'আত নামায পড়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٣٧- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ، ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوْا اللّٰهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَتِي » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৩৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যখন তোমরা আযান দিতে শুন তখন তার পুনরাবৃত্তি কর যা মুয়ায্যিন বলে। তারপর আমার ওপর দরূদ পড়। কারণ যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ এর বদ্‌লায় তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। তারপর আল্লাহর কাছে আমার জন্য অসীলার প্রার্থনা কর। কারণ জান্নাতে একটি স্থান আছে, তা আল্লাহর সমস্ত বান্দাদের মধ্যে মাত্র একটি বান্দার উপযোগী। আর আমি আশা করি আমিই সেই বান্দা। কাজেই যে ব্যক্তি আমার জন্য অসীলার প্রার্থনা করবে তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে যাবে। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١٠٣٨- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ ، فَقُوْلُوْا كَمَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৩৮. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা আযান শুনতে পাও তখন মুয়ায্‌যিন যা বলে তার পুনরাবৃত্তি করে যাও। (বুখারী, মুসলিম)

١٠٣٩- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ ، آتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَهُ ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১০৩৯. হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শোনার সময় নিম্নোক্ত দু'আটি বলে ঃ "আল্লাহুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ দা'ওয়াতিত তা-ম্মাতি ওয়াস্ সালাতিল কা-ইমাতি আতি মুহাম্মাদানিল অসীলাতা ওয়াল ফাদীলাতা ও'য়াবআসহু মাকা-মাম্ মাহমূদানিল্লাযী ওয়া'আদ্‌তাহু" –হে আল্লাহ! এই পূর্ণাংগ দু'আর প্রভু আর প্রতিষ্ঠা লাভকারী নামাযের প্রভু। মুহাম্মদ (সা.)-কে অসীলা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান কর এবং তাঁকে তোমার ওয়াদাকৃত মাকামে মাহমূদে প্রশংসিত স্থানে পৌঁছাও" কিয়ামতের দিন তার শাফা'আত করা আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে। (বুখারী)

١٠٤٠- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৪০. হযরত সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াক্‌কাস (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মুয়ায্‌যিনের আযান শুনে বলে ঃ "আশহাদু আললা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু রাদীতু বিল্লাহি রাব্বান, ওয়া বি মুহাম্মাদিন রাসূলান, ওয়া বিল ইসলামে দীনান" আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া আরে কোন মাবূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাকে রব বা প্রভু বলে মেনে নিতে, মুহাম্মাদকে রাসূল হিসেবে এবং ইসলামকে দীন হিসেবে গ্রহণ করতে আমি সম্মত হয়েছে। তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١٠٤١- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلدُّعَاءُ لَايُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

১০৪১. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ প্রত্যাখ্যাত হয় না অর্থাৎ কবুল হয়। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ فَضْلِ الصَّلَوَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের ফযীলত।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (العنكبوت : ٤٥)

"নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও অসৎকাজ থেকে মানুষকে বারণ করে।" (সূরা আনকাবূত ঃ ৪৫)

١٠٤٢- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ ؟ » قَالُوا : لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ ، قَالَ: « فَذَالِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، يَمْحُو اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৪২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা ভেবে দেখ, তোমাদের কারোর ঘরের দরজায় যদি একটি নদী প্রবাহিত হতে থাকে এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করতে থাকে, তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে কি? সাহাবা কিরাম (রা.) বললেন ঃ না, তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে না। তিনি বললেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের এটিই হচ্ছে দৃষ্টান্ত। এ নামাযগুলির মাধ্যমে আল্লাহ গুনাহ নিঃশেষ করে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٤٣- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৪৩. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচটি নামাযের দৃষ্টান্ত হচ্ছে– একটি বড় নদী প্রবাহিত হয়ে গেছে

www.BANGLAKITAB.com

তোমাদের কারোর ঘরের দরজার সামনে দিয়ে। তাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার করে গোসল করে। (মুসলিম)

١٠٤٤- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى : (أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) فَقَالَ الرَّجُلُ : أَلِيَ هَذَا ؟ قَالَ : « لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৪৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি একটি মেয়েকে চুমো খেয়েছিল। তারপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে তাঁকে একথা জানিয়েছিল। ফলে আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করলেন ঃ (অর্থ) "নামায কায়িম কর দিনের দুই প্রান্তভাগে আর রাতের কয়েক ঘন্টায়। নিশ্চয়ই ভাল কাজগুলো খারাপ কাজগুলোক মিটিয়ে দেয়।" লোকটি জিজ্ঞেস করলো ঃ "এ হুকুমটি আমার জন্যও?" নবী জবাব দিলেন ঃ আমার সমস্ত উম্মাতের জন্য"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٤٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لَمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৪৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও এক জুমু'আ থেকে আর এক জুমু'আ পর্যন্ত পঠিত নামায এর মধ্যকার জন্য কাফ্ফারা যে পর্যন্ত না কবীরাগুনাহ করা হয়। (মুসলিম)

١٠٤٦- وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوْبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهَا وَخُشُوْعَهَا وَرُكُوْعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لَمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ مَا لَمْ تُؤْتَ كَبِيْرَةٌ ، وَذَالِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৪৬. হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যদি কোন মুসলমান ফরয নামাযের সময় হলেই ভাল করে অযূ করে তারপর খুশু ও খুযু (মহান আল্লাহ্কে হাজের ও নাজের জেনে একাগ্রতার সাথে) সহকারে নামায আদায় করে, তার এ নামায তার আগের সমস্ত গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। যে পর্যন্ত সে কবীরা গুনাহ থেকে দূরে থাকে। আর এ অবস্থা চলতে থাকে সমগ্র কালব্যাপী। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফজর ও আসরের নামাযের ফযীলত।

١٠٤٧- عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৪৭. হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দু'টি ঠাণ্ডা (ফজর ও আসর) সময়ের নামায পড়ে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٤٨- وَعَنْ أَبِي زُهَيْرٍ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : « لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا » يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৪৮. হযরত আবু যুহাইর আমারাহ ইব্‌ন রুওয়াইবা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি "যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে নামায (ফজর ও আসর) পড়ে সে কখনো দোযখে প্রবেশ করবে না।" (মুসলিম)

١٠٤٩- وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللّٰهِ فَانْظُرْ يَا ابْنَ آدَمَ ، لاَ يَطْلُبَنَّكَ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৪৯. হযরত জুনদুব ইব্‌ন সুফিয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়ে সে আল্লাহর দায়িত্বের মধ্যে শামিল হয়ে যায়। কাজেই হে বনী আদম! চিন্তা কর মহান আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে নিজেদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত কোন জিনিস চেয়ে না বসেন। (মুসলিম)

١٠٥٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : « يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي ؟ فَيَقُولُونَ : تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

www.BANGLAKITAB.com

১০৫০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাত ও দিনের ফিরিশ্‌তারা পালাক্রমে তোমাদের কাছে আসে এবং ফজর ও আসরের নামাযে তাঁরা একত্রিত হয়। তারপর রাতের ফিরিশ্‌তারা উপরে উঠে যায়। আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আর প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে তিনি তাদের সম্পর্কে বেশী জানেন। "আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় রেখে এলে?" তাঁরা বলে "আমরা তাদেরকে যখন রেখে আসি তখন তারা নামাযরত ছিল আর আমরা যখন তাদের কাছে পৌঁছেছিলাম তখনো তারা নামাযরত ছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٥١- وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ ، لاَ تُضَامُّوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَّ تُغْلَبُوْا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ ، وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৫১. হযরত জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ তোমরা আজকের এই চাঁদকে যেমনভাবে দেখছ (আখিরাতে) তোমাদের রবকেও ঠিক তেমনি দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে তোমরা কোন প্রকার কষ্ট বা অসুবিধা অনুভব করবে না। কাজেই যদি তোমরা সূর্য উদিত হবার পূর্বের ও সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বের সালাতের ওপর অন্য কিছুকে প্রাধান্য না দাও তাহলে তাই কর। (এ নামায দু'টি যথা সময়ে আদায় কর।) (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٥٢- وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১০৫২. হযরত বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আসরের নামায ত্যাগ করল তার আমল বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। (বুখারী)

بَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে যাওয়ার ফযীলত।

١٠٥٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْرَاحَ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

www.BANGLAKITAB.com

১০৫৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় মসজিদে যায়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে মেহমানদারীর সরঞ্জাম তৈরী করেন, যতবার সে সকালে বা সন্ধ্যায় যায় ততবারই। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٥٤- وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « مَنْ تَطَهَّرَ فِيْ بَيْتِهِ ثُمَّ مَضَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ ؛ لِيَقْضِيَ فَرِيْضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ ، كَانَتْ خُطُوَاتُهُ ، إِحْدَاهَا تَحُطُّ خَطِيْئَةً ، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৫৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের গৃহ থেকে পবিত্রতা অর্জন করে (অযূ ও প্রয়োজনে গোসল করে) আল্লাহর গৃহের মধ্য থেকে কোন একটি গৃহের দিকে যায়, আল্লাহর ফরযের মধ্য থেকে কোন একটি ফরয আদায় করার উদ্দেশ্যে, তার একটি পদক্ষেপে একটি গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায় এবং অন্য পদক্ষেপটি তার একটি মর্যাদা উন্নত করে। (মুসলিম)

١٠٥٥- وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ ، وَكَانَتْ لَا تُخْطِئُهُ صَلَاةٌ ! فَقِيْلَ لَهُ : لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظَّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ قَالَ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِيْ إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ ، إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ يُكْتَبَ لِيْ مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوْعِيْ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِيْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « قَدْ جَمَعَ اللّٰهُ لَكَ ذَالِكَ كُلَّهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৫৫. হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আনসারদের মধ্যে একজন লোক ছিলেন। মসজিদ থেকে তাঁর চেয়ে বেশী দূরে অবস্থানকারী কোন লোকের কথা জানা ছিল না। কোন নামায তিনি (মসজিদে জামায়াতের সাথে আদায় না করে) ছাড়তেন না। তাঁকে বলা হল ঃ আপনি যদি একটি গাধা কিনে নিতেন, তাহলে আঁধার রাতে ও প্রচণ্ড রৌদ্রে উত্তপ্ত জমীনের ওপরে তার পিঠে চড়ে মসজিদে আসতেন। তিনি জবাব দিলেন ঃ আমার ঘর যদি মসজিদের পাশে হয় তাহলে তাতে আমি মোটেই খুশী হব না। আমি চাই, আমার ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে আসা ও আবার মসজিদ থেকে পরিবার পরিজনের উদ্দেশ্যে ঘরের দিকে যাওয়া সবটুকু আল্লাহ পথে লেখা হোক। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "আল্লাহ তোমার জন্য এসবগুলো একত্রিত করে দিয়েছেন"। (মুসলিম)

١٠٥٦- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ ، فَأَرَادَ بَنُوْ سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ ، فَبَلَغَ ذَالِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ

www.BANGLAKITAB.com

لَهُمْ: « بَلَغَنِيْ أَنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ أَنْ تَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ ؟! قَالُوْا ، نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ أَرَدْنَا ذَالِكَ ، فَقَالَ : « بَنِيْ سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ » فَقَالُوْا : مَا يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৫৬. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ মসজিদের চারপাশে কিছু জায়গা খালি ছিল। বনু সালামা গোত্র (সেই জমি কিনে) মসজিদের কাছে স্থানান্তরিত হতে মনস্থ করল। এ খবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌছলে তিনি তাদের বললেন ঃ আমার জানতে পেরেছি, তোমরা মসজিদের সন্নিকটে স্থানান্তরিত হতে চাও। তারা বলল, হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এ রকম ইচ্ছা করেছি। তিনি বললেন ঃ হে বনী সালামা! তোমরা নিজেদের বর্তমান বাসস্থানেই অবস্থান কর, তোমাদের পদক্ষেপগুলো (সাওয়াব হিসেবে আল্লাহর সমীপে) লিখিত হচ্ছে, তোমরা নিজেদের বর্তমান স্থানেই অবস্থান কর। তোমাদের পদক্ষেপগুলো লিখিত হচ্ছে। একথা শুনে তাঁরা বললো ঃ তাহলে আর আমাদের স্থানান্তরিত হওয়া আমাদের কি-ই বা আনন্দিত করতে পারে। (মুসলিম)

١٠٥٧- وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى فَأَبْعَدُهُمْ. وَالَّذِيْ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِيْ يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৫৭. হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিঃসন্দেহে নামাযের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রতিদান পাবে সেই ব্যক্তি যে সবচেয়ে বেশী দূর থেকে হেঁটে নামাযে আসে। তারপর যে ব্যক্তি আরো বেশী দূর থেকে আসে সে আরো বেশী প্রতিদান পাবে। আর যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায পড়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে সে তার চাইতে বেশী প্রতিদান পাবে যে একাকী নামায পড়ে, তারপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٥٨- وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « بَشِّرُوْا الْمَشَّائِيْنَ وَفِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رَوَاهُ أَبُوْا دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১০৫৮. হযরত বুরাইদা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ অন্ধকারে পায়ে হেঁটে মসজিদের দিকে আগমনকারীদের কিয়ামতের পরিপূর্ণ আলোর সুখবর দাও। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

www.BANGLAKITAB.com

١٠٥٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُوْ اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ قَالُوْا : بَلَى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ. قَالَ : « إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৫৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ে জানাব না, যার মাধ্যমে আল্লাহ গুনাহসমূহ খতম করে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন ? সাহাবা কিরাম (রা.) বললেন ঃ হাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ তা হচ্ছে, কঠিন অবস্থায় পুরোপুরি অযূ করা, মসজিদের দিকে বেশী পদক্ষেপ গ্রহণ করা (বেশী দূর থেকে মসজিদে আসা) এবং নামাযের পর আর এক নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। এটিই হচ্ছে তোমাদের সীমান্ত প্রহরা। এটিই হচ্ছে তোমাদের সীমান্ত প্রহরা। (মুসলিম)

١٠٦٠- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالإِيْمَانِ ، قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ » الآيَةَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১০৬০. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা কোন লোককে বারবার মসজিদের আসতে দেখ তখন তার ঈমানদারীর সাক্ষ্য দাও। কারণ মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করে তারা যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং শেষ দিনের (কিয়ামতের দিন) উপর ঈমান এনেছে"। (তিরমিযী)

بَابُ فَضْلِ انْتِظَارِ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের জন্য অপেক্ষা করার ফযীলত।

١٠٦١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لاَيَزَالُ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاَةُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৬১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যতক্ষণ নামাযের জন্য প্রতীক্ষা কোন ব্যক্তিকে আটকে রাখে এবং যতক্ষণ

www.BANGLAKITAB.com

নামায ছাড়া অন্য কিছু তাকে গৃহে পরিজনদের কাছে ফিরে যাওয়ার পথে বাধা দেয় না, ততক্ষণ সে নামাযের মধ্যেই থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٦٢- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « اَلْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِىْ مُصَلاَّهُ الَّذِىْ صَلَّى فِيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ ، تَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১০৬২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন নামায পড়ার পর নিজের মুসাল্লার ওপর বসে থাকে তখন ফিরিশ্‌তারা তার জন্য দু'আ করতে থাকে যতক্ষণ তার অযূ ভেঙ্গে না যায়। ফিরিশ্‌তারা বলতে থাকেঃ "হে আল্লাহ্ একে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! এর ওপর রহম কর"। (বুখারী)

١٠٦٣- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَخَّرَ لَيْلَةً صَلاَةَ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّى فَقَالَ : « صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوْا وَلَمْ تَزَالُوْا فِىْ صَلاَةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوْهَا ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১০৬৩. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এশার নামায মধ্য রাত পর্যন্ত দেরী করে আদায় করলেন। নামাযের পর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ "সমস্ত লোক নামায পড়ার পর ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু তোমরা যখন থেকে নামাযের অপেক্ষায় আছ তখন থেকে নামাযের মধ্যেই আছ"। (বুখারী)

بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ফযীলত।

١٠٦٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৬৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জামায়াতের সাথে নামায পড়া একাকী নামায পড়ার চাইতে ২৭ গুণ বেশী মর্যাদার অধিকারী। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٦٥- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « صَلاَةُ الرَّجُلِ فِىْ جَمَاعَةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِىْ بَيْتِهِ وَفِىْ سُوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ ضِعْفًا ، وَذَالِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ ،

www.BANGLAKITAB.com

وَحُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا دَامَ فِىْ مُصَلَّاهُ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ ، تَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ. وَلَايَزَالُ فِىْ صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৬৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির জামায়াতের সাথে নামায তার ঘরে বা বাজারের নামাযের চাইতে ২৫ গুণ বেশী সাওয়াবের অধিকারী। আর এটা তখন হয় যখন সে অযূ করে এবং ভাল করে অযূ করে তারপর (নামাযের উদ্দেশ্যে) বের হয়। এ অবস্থায় সে যতবার পা ফেলে তার প্রতিবারের পরিবর্তে একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি করে গুনাহ ক্ষমা করা হয়। তারপর যখন সে নামায পড়তে থাকে, ফিরিশ্‌তারা তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকে। যতক্ষণ সে নামাযের মুসাল্লার ওপর থাকে এবং তার অযূ না ভাঙ্গে। ফিরিশতাদের সেই দু'আর শব্দাবলী হচ্ছে ঃ "হে আল্লাহ্, এই ব্যক্তির ওপর রহমত নাযিল কর। হে আল্লাহ! এর ওপর রহম কর"। আর যতক্ষণ সে নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, সে নামাযের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হতে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٦٦- وَعَنْهُ قَالَ : أَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، لَيْسَ لِىْ قَائِدٌ يَقُوْدُنِىْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَن يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّى فِىْ بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ : « هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَأَجِبْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৬৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ জনৈক দৃষ্টিহীন ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! নেই এমন কোন ব্যক্তি যে আমাকে মসজিদে আনতে পারে! কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি চাইলেন যাতে তিনি মসজিদে না এসে ঘরেই নামায পড়তে পারেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। তারপর যখন লোকটি যাচ্ছিল, তখন তিনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি নামাযের আযান শুনতে পাও? সে বলল ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি আযানের আওয়াজে সাড়া দাও। জামায়াতে শরীক হবে। (মুসলিম)

١٠٦٧- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقِيْلَ عَمْرُو بْنِ قَيْسٍ الْمَعْرُوْفِ بِابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ الْمُؤَذِّنِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ الْمَدِيْنَةَ كَثِيْرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « تَسْمَعُ حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، فَحَيَّهَلًا ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

www.BANGLAKITAB.com

১০৬৭. হযরত আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। বলা হয়েছে, এ আবদুল্লাহ হচ্ছে আমর ইব্ন কায়িস মুয়ায্যিন, ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা.) নামে পরিচিত। তিনি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ মদীনায় বিষাক্ত প্রাণী ও হিংস্রপশুর যথেষ্ট উৎপাত দেখা যায়! একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যদি তুমি "হাইয়া আলাস্ সালাহ্, হাইয়া আলাল ফালাহ", (নামাযে চলে এস! কল্যাণের দিকে এস!) শুনতে পাও তাহলে নামাযের জন্য চলে এস। (আবু দাউদ)

١٠٦٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৬৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার প্রাণ যাঁর হাতে তাঁর কসম করে বলছি, অবশ্যি আমি সংকল্প করেছি, আমি কাঠ সংগ্রহ করার নির্দেশ দেব, তারপর আমি নামাযের হুকুম দিব এবং এজন্য আযান দেয়া হবে, তারপর আমি এক ব্যক্তিকে হুকুম করব সে লোকদের নামায পড়াবে। এরপর আমি সেই লোকদের দিকে যাব, যারা নামাযের জামায়াতে হাযির হয়নি। এবং তাদের বাড়ি ঘর তাদের সামনেই জ্বালিয়ে দেব। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٦٩- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللّٰهَ تَعَالَى غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ ، حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ ، فَإِنَّ اللّٰهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ ﷺ سُنَنَ الْهُدَى ، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى ، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُوْمُ النِّفَاقِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৬৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কাল, (কিয়ামতের দিন) আল্লাহর সাথে মুসলিম হিসেবে সাক্ষাত করতে ভালবাসে তার এই নামাযগুলোর প্রতি অতীব গুরুত্ব দেয়া কর্তব্য, যে গুলোর জন্য আযান দেয়া হয়। কারণ আল্লাহ্ তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য কিছু হিদায়াতের পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নামায এই হিদায়াতের পদ্ধতির মধ্যে শামিল। কাজেই যদি তোমরা নিজেদের ঘরেই নামায পড়তে থাকে, যেমন এই সব ব্যক্তি জামায়াত ছেড়ে দিয়ে নিজের ঘরে নামায পড়ে,

www.BANGLAKITAB.com

তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর পদ্ধতি পরিত্যাগ করল। আর তোমাদের নবীর পদ্ধতি পরিত্যাগ করে থাকলে তোমরা অবশ্যই গুমরাহীতে লিপ্ত হয়ে গিয়েছে। আর আমরা তো তোমাদের লোকদের এমন অবস্থায় দেখেছি যে, তাদের মধ্যে একমাত্র পরিচিত মুনাফিক ছাড়া আর কেউ জামায়াত ত্যাগ করত না। আর কোন কোন লোক তো এমনও ছিল যে, দু'জন লোকের সহায়তায় তাঁকে আনা হত এবং নামাযের কাতারের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেয়া হত। (মুসলিম)

١٠٧٠- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِيْ قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ. فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১০৭০. হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে গ্রামে বা প্রান্তরে তিনজন লোকও অবস্থান করে অথচ তারা জামায়াত কায়েম করে নামায পড়ে না তাদের ওপর শয়তান সাওয়ার হয়ে যায়। কাজেই জামায়াতের সাথে নামায পড়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য। কারণ দল ছুট বকরীকেই বাঘে ধরে খায়। (আবু দাউদ)

بَابُ الْحَثِّ عَلَى حُضُوْرِ الْجَمَاعَةِ فِيْ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিশেষ করে ফজর ও এশার জামায়াতে হাযির হওয়া।

١٠٧١- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ ، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِيْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِيْ جَمَاعَةٍ ، كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ »

১০৭১. হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি এশার নামায জামায়াতের পড়ল সে যেন অর্ধরাত অবধি নামায পড়ল। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামায়াতের সাথে পড়ল সে যেন সারা রাত নামায পড়ল। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

ইমাম তিরমিযী হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) থেকে অন্য একটি রিওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এশার জামায়াতে উপস্থিত হল সে অর্ধরাত অবধি নামায পড়ার সাওয়াব পেল। আর যে ব্যক্তি এশার ও ফজরের নামায জামায়াতের সাথে পড়ল সে সারারাত ধরে নামায পড়ার সাওয়াব পেল।

١٠٧٢- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْ الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৭২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যদি তারা এশা ও ফজরের নামাযের মধ্যে কি (ফযীলত ও মর্যাদা) আছে তা জানতে পারত তাহলে হামাগুঁড়ি দিয়ে হলেও এ দু'টি নামাযের (জামায়াতে) শামিল হত। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٧٣- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৭৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এশার ও ফজরের নামাযের মত আর কোন নামায মুনাফিকদের কাছে বেশী ভারী বোঝা বলে মনে হয় না। তবে যদি তারা জানত এই দুই নামাযের মধ্যে কি আছে তাহলে তারা হামাগুঁড়ি দিয়ে হলেও এই দুই নামাযে শামিল হত। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الْأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ وَالنَّهْيِ الْأَبِيْدِ وَالْوَعِيْدِ الشَّدِيْدِ فِيْ تَرْكِهِنَّ

অনুচ্ছেদ ঃ ফরয নামাযগুলো সংরক্ষণ করার নির্দেশ এবং এগুলো পরিত্যাগ করার বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও ভীতি প্রদর্শন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى (البقرة : ٢٣٨)

"নামাযসমূহ সংরক্ষণ কর, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযটি।" (সূরা বাকারা ঃ ২৩৮)

فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوْا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ (التوبة : ٥)

"তবে যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়িম করে ও যাকাত আদাত করে তাহলে তাদের ছেড়ে দাও।" (সূরা তাওবা ঃ ৫)

www.BANGLAKITAB.com

١٠٧٤- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ : أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا » قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ « بِرُّ الْوَالِدَيْنِ » قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : « اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলাম ঃ কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম ও মর্যাদাবান? তিনি জবাব দিলেন ঃ যথাসময়ে নামায পড়া। জিজ্ঞেস করলাম ঃ তারপর কোন্ কাজটি? জবাব দিলেন ঃ পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করা। জিজ্ঞেস করলাম ঃ তারপর কোন্‌টি? জবাব দিলেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٧٥- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৭৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে ৫টি বিষয়ের ওপরঃ ১. এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। ২. নামায কায়িম করা, ৩. যাকাত আদায় করা, ৪. বাইতুল্লাহর হজ্জ করা এবং ৫. রমযানের রোযা রাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٧٦- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوْا الصَّلاَةَ ، وَيُؤْتُوْا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوْا ذَالِكَ ، عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الْإِسْلاَمِ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৭৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় "আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আর যে পর্যন্ত না তারা নামায কায়িম করে ও যাকাত দেয়। তারপর যখন তারা এগুলো করবে, তাদের রক্ত ও সম্পাদ আমার হাত থেকে সংরক্ষিত করে নেবে। তবে কেবলমাত্র ইসলামের হক্ তাদের ওপর থাকে। আর তাদের হিসাবের দায়িত্ব ন্যাস্ত হবে আল্লাহর ওপর"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٧٧- وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : « إِنَّكَ تَأْتِيْ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ

www.BANGLAKITAB.com

لاَإِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ، فَإِنْ أَطَاعُوْا لِذَالِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَالِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَالِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৭৭. হযরত মু'আয (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ইয়ামানে (শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত করে) পাঠালেন। তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি তাহলে কিতাবদের একটি গোষ্ঠির কাছে যাচ্ছ। কাজেই তাদেরকে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল–এ কথার সাক্ষ্য দেবার জন্য আহবান জানাবে। যদি তারা এ ব্যাপারে অনুগত হয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর প্রত্যেক দিবা রাতে ৫ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা যদি এর প্রতি অনুগত হয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন। তা গ্রহণ করা হবে তাদের ধনীদের কাছ থেকে এবং বিতরণ করা হবে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে। তারা যদি এর প্রতি অনুগত হয়, তাহলে তাদের ভাল ও উৎকৃষ্ট সম্পদে হাত দেবে না। আর মাযলূমের ফরিয়াদকে ভয় কর। কারণ তার ও আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা নেই (মযলূমের ফরিয়াদ অবশ্যই কবুল হয়)। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٧٨– وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: « إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৭৮. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মানুষের এবং শির্ক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায ত্যাগ করা। (মুসলিম)

١٠٧٩– وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اَلْعَهْدُ الَّذِىْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

১০৭৯. হযরত বুরাইদা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমাদেরও তাদের (মুনাফিক) মধ্যে যে চুক্তি হয়েছে তা হচ্ছে নামাযের। কাজেই যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করল সে কুফরী করল। (তিরমিযী)

١٠٨٠– وَعَنْ شَقِيْقِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ التَّابِعِىِّ الْمُتَّفَقِ عَلَى جَلَالَتِهِ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

www.BANGLAKITAB.com

১০৮০. হযরত শাকীক ইব্ন আবদুল্লাহ তাবিঈ (র.) যাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন, বলেছেন ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবায়ে কিরাম তাঁদের আমলের মধ্যে থেকে নামায ছাড়া আর কোন আমল ত্যাগ করা কুফ্‌রী মনে করতেন না। (তিরমযী)

١٠٨١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : اُنْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ ، فَيُكَمَّلُ مِنْهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ؟ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هٰذَا » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১০৮১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের মধ্যে থেকে যে আমলটির হিসেবে সর্বপ্রথম গ্রহণ করা হবে সেটি হবে নামায। যদি এ হিসাবটি নির্ভুল পাওয়া যায় তাহলে সে সফলকাম হবে ও নিজের লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। আর যদি এ হিসাবটিতে ভুল বা ত্রুটি দেখা যায় তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি তার ফরযগুলোর মধ্যে কোন কমতি থাকে তাহলে মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বলবেন, দেখে আমার বান্দার কিছু নফলও আছে নাকি, তার সাহায্যে তার ফরযগুলির কমতি পূরণ করে দাও। তারপর সমস্ত আমলের হিসাব এভাবেই পুরণ করা হবে। (তিরমিযী)

بَابُ فَضْلِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَالْأَمْرِ بِإِتْمَامِ الصُّفُوْفِ الْأَوَّلِ وَتَسْوِيَتِهَا وَالتَّرَاصِّ فِيْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ কাতারের ফযীলত এবং আগের কাতারগুলো পূরা করার, সেগুলো সমান করার ও দু'জনের মাঝখানে ব্যবধান না রেখে মিলে দাঁড়ান।

١٠٨٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : أَلَا تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ » فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالَ : « يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الْأُوْلَى ، وَيَتَرَاصُّوْنَ فِي الصَّفِّ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৮২. হযরত জাবির ইবন সামুরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এসে বললেন ঃ তোমরা কি তেমনিভাবে

www.BANGLAKITAB.com

সারিবদ্ধ হবে না যেমন ফিরিশতারা তাঁদের প্রতিপালকের সামনে সারিবদ্ধ হয়? আমরা জিজ্ঞেস করলামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ফিরিশতারা আবার তাঁদের প্রতিপালকের সামনে কিভাবে সারিবদ্ধ হয় ? তিনি জবাবে বললেন ঃ তাঁরা সামনের কাতারগুলো পুরো করে এবং দু'জনের মধ্যে কোন প্রকার ফাঁক না রেখে লাইনে ঘেঁষেঘেঁষে দাড়িয়ে যায়। (মুসলিম)

١٠٨٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِيْ النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৮৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ লোকেরা যদি জানত আযান ও প্রথম সারিতে দাঁড়ানোর মধ্যে কি আছে (কি পরিমাণ সাওয়াব আছে) আর লটারীর মাধ্যমে ছাড়া তা অর্জন করার দ্বিতীয় কোন পথ না থাকলে তারা অবশ্যই লটারী করত। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٨٤- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৮৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ (নামায) পুরুষদের সারিগুলোর মধ্যে প্রথম সারিটি হচ্ছে সবচে ভাল এবং শেষ সারিটি হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ। আর মেয়েদের সারিগুলোর মধ্যে শেষ সারিটি হচ্ছে সবচেয়ে ভাল এবং প্রথম সারিটি হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ। (মুসলিম)

١٠٨٥- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى فِيْ أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا ، فَقَالَ لَهُمْ : « تَقَدَّمُوْا فَأْتَمُّوْا بِيْ وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৮৫. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবাদের দেখলেন তাঁরা (নামাযের) কাতারের মধ্যে পিছনে বসে যচ্ছেন তিনি তাদেরকে বললেন ঃ সামনে এগিয়ে এসো এবং আমার অনুসরণ কর আর তোমাদের পেছনে যারা আছে তাদের তোমাদের অনুসরণ করা উচিত। কোন জাতি পেছনে থাকতে থাকতে এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় যে অবশেষে আল্লাহ্ তাদেরকে পেছনে ফেলে দেন। (মুসলিম)

١٠٨٦- وَعَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ ، وَيَقُوْلُ : « اِسْتَوُوْا وَلَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ

www.BANGLAKITAB.com

قُلُوْبُكُمْ ، لِيَلِنِىْ مِنْكُمْ أُوْلُوْ الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৮৬. হযরত আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে আমাদের কাঁধে হাত দিয়ে বলতেন ঃ সমান হয়ে দাঁড়াও, আগে-পিছে হয়ে যেয়ো না, তাহলে তোমাদের মনের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেবে। বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকদের আমার নিকটবর্তী থাকা উচিত। তারপর থাকবে তারা যারা বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার দিক দিয়ে তাদের কাছাকাছি। তারপর তারা যারা তাদের কাছাকাছি। (মুসলিম)।

١٠٨٧- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِىْ رِوَايَةٍ الْبُخَارِىِّ : « فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ».

১০৮৭. হযরত আনাস(রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের (নামাযের) কাতারগুলো সোজা ও সমান কর। কারণ কাতার সোজা ও সমান করা নামাযকে পূর্ণতা দান করার মধ্যে শামিল।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়েত করেছেন। তবে বুখারীর রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ "কারণ লাইনগুলো সোজা ও সমান করা নামায কায়িম করার অন্তর্ভুক্ত"।

١٠٨٨- وَعَنْهُ قَالَ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : « أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا فَإِنِّىْ أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِىْ» رَوَاهُ الْبُخَارِىِّ بِلَفْظِهِ ، وَمُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ.

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِىِّ : وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ ».

১০৮৮. হযরত আনাস(রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নামায দাঁড়িয়ে গিয়েছিল (নামাযের ইকামত শেষ হয়ে গিয়েছিল) এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ তোমাদের কাতারগুলোকে সঠিক ও সোজাভাবে কায়েম কর এবং মিশেমিশে দাঁড়াও। কারণ আমি তোমাদেরকে আমার পেছন থেকে দেখি।

ইমাম বুখারী এই শব্দাবলী সহকারে হাদীসটি রিওয়ায়েত করেছেন। আর ইমাম মুসলিম এই সম্পর্কিত যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তার অর্থ এর সাথে অভিন্ন। তবে বুখারীর আর এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ (কাজেই এরপর থেকে) "আমাদের প্রত্যেকে তার পাশের জনের কাঁধের সাথে কাঁধ ও পায়ের সাথে পা মিলিয়ে নিত"।

www.BANGLAKITAB.com

١٠٨٩- وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، كَانَ يُسَوِّيْ صُفُوْفَنَا حَتّٰى كَأَنَّمَا يُسَوِّيْ بِهَا الْقِدَاحَ ، حَتّٰى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ. ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتّٰى كَادَ يُكَبِّرُ ، فَرَأَى رَجُلاً بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ : « عِبَادَ اللّٰهِ، لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ ».

১০৮৯. হযরত নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিতই। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কাতারগুলো অবশ্যই সোজা করবে। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের চেহারার মধ্যে বিরোধিতা সৃষ্টি করে দিবেন। বুখারী ও মুসলিম)

আর মুসলিমের এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাতারগুলো সোজা করতেন যেন এই সাথে তীর সোজা করা হল। এভাবে করতে করতে এক সময় তিনি দেখলেন, আমরা এ কাজটি শিখে গিয়েছি। তারপর একদিন তিনি বাইরে বের হয়ে এসে দাঁড়ালেন। এমন কি তিনি তাক্‌বীর বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তিকে দেখলেন তার বুক কাতারের বাইরে বের হয়ে আছে। তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহর বান্দারা! কাতার সোজা কর, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের চেহারার মধ্যে বিরোধিতা সৃষ্টি করে দিবেন"।

١٠٩٠- وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ صُدُوْرَنَا وَمَنَاكِبَنَا ، وَيَقُوْلُ : « لاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ » وَكَانَ يَقُوْلُ : « إِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصُّفُوْفِ الْأُوَلِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১০৯০. হযরত বারা ইব্ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাতারের মাঝখান দিয়ে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যেতেন এবং আমাদের বুকে ও কাঁধে হাত লাগাতেন এবং বলতেন ঃ আগে পিছে হয়ে যেও না, তাহলে তোমাদের মনও বিভিন্ন হয়ে যাবে। তিনি (আরো) বলতেন ঃ "অবশ্য আল্লাহ্ ও ফিরিশ্‌তারা প্রথম কাতারগুলোর ওপর রহমত বর্ষণ করেন"। (আবূ দাউদ)

١٠٩١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، قَالَ : « أَقِيْمُوْا الصُّفُوْفَ وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِيْنُوْا بِأَيْدِيْ

www.BANGLAKITAB.com

إِخْوَانِكُمْ وَلاَ تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللّٰهُ ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللّٰهُ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১০৯১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযের জন্য কাতার বদ্ধ হও, কাঁধ মিলাও, ফাঁক বন্ধ কর, নিজের ভাইদের হাতের প্রতি কোমল হও এবং শয়তানের জন্য পথ ছেড়ে দিও না। যে ব্যক্তি কাতার মিলায় আল্লাহ তাকে (নিজের রহমতের সাথে) মেলাবেন। আর যে ব্যক্তি কাতার ভাংগে আল্লাহ্ তাকে (নিজের রহমত থেকে) কেটে দেবেন। (আবূ দাউদ)

١٠٩٢- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، قَالَ : « رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّيْ لأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ ، كَأَنَّهَا الْحَذَفُ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১০৯২. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কাতারগুলোকে মিলাও এবং পরস্পর নিকটবর্তী হয়ে যাও, আর কাঁধের সাথে কাঁধ মিলাও। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, অবশ্য আমি শয়তানদেরকে কাতারের মধ্যে এমনভাবে ঢুকতে দেখি যেমন ছোট ছাগল ঢোকে। (আবূ দাউদ)

١٠٩٣- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « أَتِمُّوْا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ، ثُمَّ الَّذِيْ يَلِيْهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِيْ الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১০৯৩. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রথম কাতার পূর্ণ কর, তারপর তারপরের কাতার। যদি কোন কমতি থাকে তাহলে সেটা থাকবে শেষ কাতারে। (আবূ দাউদ)

١٠٩٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১০৯৪. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অবশ্য আল্লাহ্ ডাইনের কাতারগুলোর ওপর রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফিরিশতারা দু'আ করতে থাকে। (আবূ দাউদ)

١٠٩٥- وَعَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : « كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُوْنَ عَنْ يَمِيْنِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : « رَبِّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

www.BANGLAKITAB.com

১০৯৫. হযরত বারা ইব্‌ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে নামায পড়ার সময় আমরা তাঁর ডান দিকে দাঁড়াতে ভালো বাসতাম, যাতে তিনি (মুখ ফিরিয়ে বসার সময়) আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেন। কাজেই আমি তাঁকে বলতে শুনলাম ঃ "হে আমার প্রভু! তোমার বান্দাদেরকে যেদিন পুণর্বার উঠাবে বা একত্রিত করবে সেদিনের আযাব থেকে আমাকে বাঁচাও"। (মুসলিম)

١٠٩٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «وَسَطُوْا الْإِمَامَ وَسُدُّوْا الْخَلَلَ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدُ.

১০৯৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইমামকে মধ্যখানে দাঁড় করাও এবং কাতারের মাঝখানের ফাঁক ভরে দাও। (আবূ দাউদ)

بَابُ فَضْلِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ مَعَ الْفَرَائِضِ وَبَيَانِ أَقَلِّهَا وَأَكْمَلِهَا وَمَا بَيْنَهُمَا

অনুচ্ছেদ ঃ ফরযের সাথে সাথে সুন্নাত মু'আক্কাদাহ পড়ার ফযীলত এবং তাদের স্বল্পতম, পরিপূর্ণ ও মধ্যবর্তী সুন্নাতসমূহ।

١٠٩٧- عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أُمِّ حَبِيْبَةَ رَمْلَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلّٰهِ تَعَالَى كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ الْفَرِيْضَةِ إِلَّا بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ! أَوْ : بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৯৭. হযরত উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবা রামলাহ্ বিনতে আবু সুফিয়ান (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন মুসলমান যে একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে প্রতিদিন ফরয নামাযগুলো ছাড়া বার রাকা'আত নফল নামায পড়ে মহান আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করেন অথবা (হাদীসের শেষের শুব্দগুলো এভাবে বলা হয়েছে) তিনি তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করেন। (মুসলিম)

١٠٩٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

www.BANGLAKITAB.com

১০৯৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নামায পড়েছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুহরের (ফরযের) আগে দু'রাক'আত ও পরে দু'রাক'আত, জুমু'আর (ফরযের) পরে দু'রাক'আত, মাগরিবের (ফরযের) পর দু'রাক'আত এবং এশার (ফরযের) পরে দু'রাক'আত। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٩٩- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ » قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : « لِمَنْ شَاءَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৯৯. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মুগাফ্‌ফাল (রা.) বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যে নামায রয়েছে। প্রত্যেক আযানের মধ্যে নামায রয়েছে। প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যে নামায রয়েছে। তৃতীয়বারে তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি চায় তার জন্য। (বুখারী ও মুসলিম।

بَابُ تَأْكِيْدِ رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الصُّبْحِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাতের তাকীদ।

١١٠٠- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১১০০. হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন ঃ নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো যুহরের পূর্বের চার রাকা'আত এবং ফজরের পূর্বের দু'রাকা'আত ছাড়েননি। (বুখারী)

١١٠١- وَعَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ ، عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১০১. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নফলগুলো (অর্থাৎ সুন্নাত ও নফল) মধ্যে ফজরের দু'রাকা'আতের (সুন্নাত) চাইতে বেশী আর কোনটার প্রতি খেয়াল রাখতেন না। (বুখারী ও মুসলিম।

١١٠٢- وَعَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১০২. হযরত আয়েশা (রা.) নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ ফজরের দুই রাকা'আত দুনিয়া এবং তার ভিতরে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। (মুসলিম)

١١٠٣- وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ بِلَالِ بنِ رَبَاحٍ ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، مُؤَذِّنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، أَنَّهُ أَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، لِيُؤْذِنَهُ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ ،

www.BANGLAKITAB.com

فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ بِلالاً بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتَّى أَصْبَحَ جِدًّا ، فَقَامَ بِلالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ ، وَتَابَعَ أَذَانَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا خَرَجَ صَلَّى بِالنَّاسِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ شَغَلَتْهُ بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتَّى أَصْبَحَ جِدًّا ، وَأَنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ بِالْخُرُوْجِ فَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ : « إِنِّي كُنْتُ رَكَعْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ » فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّكَ أَصْبَحْتَ جِدًّا ! قَالَ : « لَوْ أَصْبَحْتُ أَكْثَرَ مِمَّا أَصْبَحْتُ لَرَكَعْتُهُمَا ، وَأَحْسَنْتُهُمَا » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ .

১১০৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুয়ায্যিন আবু আবদুল্লাহ বিলাল ইবন রাবাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হলেন, তাঁকে ফজরের নামাযের সময় হয়ে গেছে একথা জানানোর জন্য। কিন্তু আয়েশা (রা.) বিলালকে এমন এক ব্যাপারে মশগুল করে ছিলেন, যা তিনি তার কাছে জিজ্ঞেস করছিলেন। এভাবে বেশ সকাল হয়ে গেল। তখন বিলাল উঠে তাঁকে নামাযের খবর দিলেন (অর্থাৎ জামায়াতের জন্য লোকেরা তৈরী হয়ে গেছে)। আবার দ্বিতীয়বার খবর দিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সংগে সংগেই) বের হয়ে এলেন না। তারপর বাইরে বের হয়ে এলেন এবং লোকদেরকে নামায পড়ালেন। হযরত বিলাল (রা.) তাঁকে জানালেন, আয়িশা (রা.) তাকে এমন এক ব্যাপারে মশগুল করে দিয়েছিলেন, যা তিনি তাকে জিজ্ঞেস করছিলেন। এভাবে বেশ সকাল হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাঁর বের হয়ে আসতে দেরী হয়ে গিয়েছিল। তিনি (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ আমি তখন ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাত পড়ছিলাম। একথা শুনে বিলাল (রা.) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি অনেক বেশী সকাল করে ফেলেছেন। জাবাবে তিনি বললেন ঃ সকালের আলো যতটা ফুটে উঠেছিল তার চেয়ে যদি আরো বেশী ফুটে উঠত তবুও আমি ঐ দু'রাকা'আত পড়তাম, খুব ভালো করে পড়তাম, খুব সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পড়তাম। (আবূ দাউদ)

بَابُ تَخْفِيْفِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَبَيَانِ مَا يُقْرَأُ فِيْهِمَا وَبَيَانِ وَقْتِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাতকে হাল্কা করে পড়া এবং তাতে কি পড়া হবে ও কখন পড়া হবে।

١١٠٤- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا : يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ الْفَجْرِ ، إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى أَقُوْلَ : هَلْ قَرَأَ فِيْهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ !

www.BANGLAKITAB.com

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَيُخَفِّفُهُمَا ، وَفِي رِوَايَةٍ : إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ.

১১০৪. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাযের আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে হাল্কা দু'রাকা'আত নামায পড়তেন। (বুখারী ও মুসলিম)

আর বুখারী ও মুসলিমের অন্য একটি রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ তিনি ফজরের দু'রাকা'আত (সুন্নাত) পড়তেন, এতো হাল্কা করে পড়তেন যে, আমি (মনে মনে) বলতাম ঃ এই দু'রাকা'আতে কি তিনি সূরা ফাতিহাও পড়েছেন ? আর মুসলিমের অন্য একটি রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ তিনি আযান শোনার পর ফজরের দু'রাকা'আত (সুন্নাত) পড়তেন এবং এ দু'রাকা'আতকে হাল্কা করে পড়তেন। অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ যখন প্রভাতের উদয় হত।

١١٠٥- وَعَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ صَلَّى الْفَجْرَ لَايُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ.

১১০৫. হযরত হাফ্সা (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) মুয়ায্যিন আযান দেবার পর যখন সকাল হয়ে যেত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের দু'রাকা'আত (সুন্নাত) হাল্কা বা সংক্ষিপ্ত করে পড়তেন। (বুখারী ও মুসলিম)

আর মুসলিমের অন্য একটি রিওয়ায়েতে আছে ঃ ফজর উদয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'রাকা'আত হাল্কা (সুন্নাত) ছাড়া আর কিছুই পড়তেন না।

١١٠٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، وَكَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১০৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের নামায দু'রাকা'আত করে পড়তেন। আর শেষ রাতে এক রাকা'আত জুড়ে দিয়ে বিত্র বানিয়ে নিতেন। সকালের নামাযের আগে তিনি দু'রাকা'আত পড়তেন। যেন মনে হত ইকামত বুঝি তাঁর কানে গুঞ্জরিত হচ্ছে। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٠٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الْأُوْلَى مِنْهُمَا : (قُوْلُوْا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ أُنْزِلَ

www.BANGLAKITAB.com

إِلَيْنَا) الآيَةُ التِي فِيْ الْبَقَرَةِ ، وَفِيْ الآخِرَةِ مِنْهُمَا : (آمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ)

وَفِيْ رِوَايَةٍ : فِيْ الآخِرَةِ الَّتِيْ فِيْ آلِ عِمْرَانَ : (تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ) رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.

১১০৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (কখনো কখনো) ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাতের প্রথম রাকা'আতে পড়তেন ঃ قُوْلُوْا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا - আয়াতটি শেষ পর্যন্ত। (সূরা বাকারা ঃ ১৩৬) আর শেষ রাকা'আতে পড়তেন ঃ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ - (সূরা আলে ইমরান ঃ ৫২) অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ শেষ রাকা'আতে তিনি পড়তেন ঃ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ - (সূরা আলে ইমারান ঃ ৬৪) এ দু'টি হাদীসই ইমাম মুসলিম রিওয়ায়েত করেছেন।

١١٠٨- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ : (قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) و (قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১০৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের দু'রাকা'আতে (সুন্নাতে) সূরা কা-ফিরূন এবং সূরা ইখ্‌লাস পড়তেন। (মুসলিম)

١١٠٩- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ شَهْرًا وَكَانَ يَقْرَأُ فِيْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ : (قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) ، وَ : (قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ) . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১১০৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক মাস পর্যন্ত দেখেছি। আমি জেনেছি, তিনি ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাতে সূরা কা-ফিরূন এবং সূরা ইখ্‌লাস পড়েন। (তিরমিযী)

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ وَالْحَثُّ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ تَهَجُّدٌ بِاللَّيْلِ أَمْ لَا

অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের সুন্নাতের পর ডান কাতে শুয়ে থাকা মুস্তাহাব এবং রাতে তাহাজ্জুদ পড়ুক বা না পড়ুক এতে উৎসাহিত করা।

١١١٠- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

www.BANGLAKITAB.com

১১১০. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাত পড়ার পর ডান কাতে শুয়ে থাকতেন। (বুখারী)

١١١١- وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ ، هَكَذَا حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১১১. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এশার নামায শেষ করার পর থেকে ফজরের নামায পর্যন্ত এগার রাকা'আত পড়তেন। এর প্রত্যেক দু'রাকা'আতের মাঝে সালাম ফিরাতেন এবং এক রাকা'আত মিলিয়ে বিত্‌র পড়তেন। তারপর যখন মুয়ায্‌যিন ফজরের আযান দেয়ার পর নীরব হয়ে যেত ও ফজরের উদয় হত এবং মুয়ায্‌যিন (নামাযের খবর দেবার জন্য) আসতেন, তখন তিনি দাঁড়িয়ে দু'রাকা'আত হাল্‌কা (সুন্নাত) পড়ে নিতেন। তারপর ডান কাতে শুয়ে পড়তেন। নামাযের ইকামতের সময় হয়ে গেছে একথা জানানোর জন্য যখন মুয়ায্‌যিন আসতেন তখন পর্যন্ত তিনি শুয়ে থাকতেন। (মুসলিম)

١١١٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১১১২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারোর যখন ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাত পড়া হয়ে যায়, তখন যেন সে ডান কাতে একটু শুয়ে পড়ে। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ سُنَّةِ الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ যুহরের সুন্নাত।

١١١٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১১৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দু'রাকা'আত (সুন্নাত) যুহরের পূর্বেও দু'রাকা'আত (সুন্নাত) যুহরের পরে পড়েছি। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١١١٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১১১৪. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহরের পূর্বের চার রাকা'আত (সুন্নাত) কখনও ছাড়তেন না। (বুখারী)

١١١٥- وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ ، وَيَدْخُلُ بَيْتِيْ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১১৫. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ঘরে যুহরের পূর্বের চার রাকা'আত (সুন্নাত) পড়তেন, তারপর বাইরে বের হয়ে যেতেন এবং লোকদেরকে নামায পড়াতেন। এরপর তিনি ঘরের মধ্যে চলে আসতেন এবং দু'রাকা'আত সুন্নাত পড়তেন। আর তিনি লোকদেরকে মাগরিবের নামায পড়াতেন তারপর ঘরে চলে আসতেন এবং দু'রাকা'আত সুন্নাত পড়তেন। আর তিনি লোকদেরকে মাগরিবের নামায পড়াতেন তারপর ঘরে চলে আসতেন এবং দু'রাকা'আত সুন্নাত পড়তেন। আবার তিনি এভাবে লোকদেরকে এশার নামায পড়াতেন তারপর আমার গৃহে প্রবেশ করতেন এবং দু'রাকা'আত (সুন্নাত) পড়তেন। (মুসলিম)

١١١٦- وَعَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১১১৬. হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি যুহরের পূর্বের চার রাকা'আত ও পরের চার রাকা'আত নিয়মিত পড়বে আল্লাহ্ তার ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

١١١٧- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُوْلَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَقَالَ : « إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِيْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

www.BANGLAKITAB.com

১১১৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সায়িব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পর যুহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকা'আত পড়তেন এবং বলতেন ঃ এটা এমন একটা সময় যখন আকাশের দরজা খোলা হয়। তাই আমি চাই এ পথে আমার কোন ভালো আমল উপরে যাক। (তিরমিযী)

١١١٨- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، صَلَّاهُنَّ بَعْدَهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১১১৮. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন (কোন কারণে) যুহরের পূর্বের চার রাকা'আত পড়তে পারতেন না, তখন যুহরের পরে (ফরযের পরে) তা পড়ে নিতেন। (তিরমিযী)

بَابُ سُنَّةِ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ আসরের সুন্নাত।

١١١٩- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১১১৯. হযরত আলী ইব্ন আবু তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের পূর্বে চার রাকা'আত (সুন্নাত) পড়তেন। এই রাকা'আতগুলোয় তিনি পৃথক পৃথকভাবে আল্লাহর নিকটতম ফিরিশ্‌তাগণ এবং মুসলমান ও মু'মিনদের মধ্য থেকে যারা তাদের অনুসারী তাদের প্রতি সালাম পাঠাতেন। (তিরমিযী)

١١٢٠- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১১২০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাকা'আত পড়ে আল্লাহ্ তার ওপর রহম করবেন। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

١١٢١- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

১১২১. হযরত আলী ইব্ন আবু তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (কখনো কখনো) আসরের পূর্বে দু'রাকা'আত (সুন্নাত) পড়তেন। (আবূ দাউদ)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ سُنَّةِ الْمَغْرِبِ بَعْدَهَا وَقَبْلَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের পূর্বের ও পরের সুন্নাতসমূহ।

١١٢٢- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ » قَالَ فِيْ الثَّالِثَةِ : « لِمَنْ شَاءَ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১১২২. হযরত আবুদল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি বলেন, মাগরিবের আগে (দু'রাকা'আত) পড়া এ কথা তিনি দু'বার বলার পর তৃতীয়বার বলেন ঃ তবে যে চায় সে পড়তে পারে। (বুখারী)

١١٢٣- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَبْتَدِرُوْنَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১১২৩. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবাগণকে মাগরিবের সময় (দু'রাকা'আত পড়ার জন্য) মসজিদের স্তম্ভগুলির দিকে এগিয়ে যেতে দেখেছি। (বুখারী)

١١٢٤- وَعَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي عَهْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ، فَقِيْلَ : أَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَّاهُمَا ؟ قَالَ : كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيْهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১২৪. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় সূর্য ডুবার পর মাগরিবের আগে দু'রাকা'আত নামায পড়তাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও কি ঐ নামাযটি পড়তেন? জবাব দিলেন ঃ তিনি আমাদের ঐ দু'রাকা'আত পড়তে দেখতেন, কিন্তু আমাদের হুকুম করতেন না আবার নিষেধও করতেন না। (মুসলিম)

١١٢٥- وَعَنْهُ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، ابْتَدَرُوْا السَّوَارِيَ فَرَكَعُوْا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيْبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيْهِمَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১২৫. হযরত আনাস (রা.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ যে সময় আমরা মদীনায় ছিলাম তখন মুয়ায্যিন মাগরিবের নামাযের আযান দিলে (সাহাবায়ে কিরাম) মসজিদের স্তম্ভগুলোর দিকে এগিয়ে যেতেন এবং দু'রাকা'আত (নফল) পড়তেন। এমন কি কোনো মুসাফির মসজিদে আসলে মনে করতো (ফরযের জামায়াত) নামায হয়ে গেছে। ঐ

www.BANGLAKITAB.com

দু'রাকা'আত নামায এত বেশী লোক পড়তো যার ফলে মুসাফির এ ধারণা করে বসতো। (মুসলিম)

بَابُ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমুয়ার নামাযের সুন্নাত।

١١٢٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১২৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন জুমুয়ার নামায পড়ে তখন সে যেন তারপরে চার রাকা'আত পড়ে। (মুসলিম)

١١٢٧- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَايُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১২৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) বর্ণনা করেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমুয়ার পর (মসজিদে) আর কোন নামায পড়তেন না। এমনকি এরপর তিনি নিজের ঘরে এসে দু'রাকা'আত পড়তেন। (মুসলিম)

بَابُ اسْتِحْبَابِ جَعْلِ النَّوَافِلِ فِي الْبَيْتِ سَوَاءُ الرَّاتِبَةُ وَغَيْرُهَا وَالْأَمْرُ بِالتَّحَوُّلِ لِلنَّافِلَةِ مِنْ مَوْضِعِ الْفَرِيْضَةِ أَوِ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِكَلَامٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘরে নফল পড়া মুস্তাহাব- তা সুন্নাতে মু'আক্কাদা হোক বা গায়ের মু'আক্কাদা, আর সুন্নাত পড়ার জন্য ফরযের জায়গা থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ অথবা ফরয ও নফলের মধ্যে কথা বলে পার্থক্য সৃষ্টি করা।

١١٢٨- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «صَلُّوْا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوْتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১২৮. হযরত যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হে লোকেরা! তোমাদের নিজেদের ঘরে নামায পড়। কারণ ফরয নামায ছাড়া মানুষের নামাযের মধ্যে সেই নামাযই উৎকৃষ্ট যা সে তার ঘরে পড়ে। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٢٩- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «اجْعَلُوْا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوْتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

www.BANGLAKITAB.com

১১৩০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ কিছু কিছু নামায তোমাদের ঘরে পড় (সুন্নাত ও নফল) এবং ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٣٠- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ فِيْ مَسْجِدِهِ ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيْبًا مِنْ صَلَاتِهِ ، فَإِنَّ اللّٰهَ جَاعِلٌ فِيْ بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৩০. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে তার নামায পড়া শেষ করে তখন যেন ঘরের জন্য তার নামায়ের কিছু অংশ রেখে দেয়। কারণ আল্লাহ তার নামাযের জন্য তার ঘরে বরকত দান করেন। (মুসলিম)

١١٣١- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نُمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِيْ الصَّلَاةِ فَقَالَ : نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِيْ الْمَقْصُوْرَةِ ، لَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِيْ مَقَامِيْ فَصَلَّيْتُ ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ : لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ : إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ ، فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَالِكَ، أَنْ لَا نُوْصِلَ صَلَاةً حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৩১. হযরত উমার ইব্ন আতা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাফি ইব্ন জুবাইর (র.) তাঁকে সায়িব ইব্ন উখতে নামেরের কাছে পাঠিয়ে তাঁকে এই মর্মে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমীর মু'আবিয়া (রা.) তাঁর নামাযের ব্যাপারে যা দেখেছেন তা কি সত্য? তিনি জবাব দিলেন ঃ হাঁ, আমি মু'আবিয়ার সাথে জুমু'য়ার নামায মাকসূরায় পড়েছি। ইমাম যখন সালাম ফিরালেন, আমি আমার জায়গায় উঠে দাঁড়ালাম এবং নামায় পড়লাম। মু'আবিয়া (রা.) ভিতরে গিয়ে আমার কাছে লোক পাঠিয়ে বলে দিলেন ঃ "যা করলে এরপর থেকে আর তাঁর পুনরাবৃত্তি করো না, জুমু'য়ার নামায পড়ার পর তার সাথে অন্য নামায মিলাবে না যে পর্যন্ত না কথা বলবে অথবা বের হয়ে আসবে সেখান থেকে (স্থান পরিবর্তন করবে)। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের এই হুকুম দিয়েছেন, আমরা যেন কথা বলার বা স্থান ত্যাগ করার আগে এক নামাযের সাথে আর এক নামায না মিলাই। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ الْحَثِّ عَلَى صَلاَةِ الْوِتْرِ وَبَيَانِ أَنَّهُ سُنَّةٌ مُتَاكِدَةٌ وَبَيَانِ وَقْتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিত্‌রের নামাযে উদ্বুদ্ধ করা ও তাকিদ দেয়া এবং বিত্‌র সুন্নাতে মু'আক্কাদা (ওয়াজিব) হবার ও তার সময়ের বর্ণনা।

١١٣٢- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اَلْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ، وَلَكِنْ سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ ، فَأَوْتِرُوْا يَا أَهْلَ الْقُرآنِ ». رَوَاهُ أَبُوْا دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

১১৩২. হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বিত্‌র ঠিক ফরয নামাযের ন্যায় অপরিহার্য নয় তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিত্‌র পড়েছেন এবং তিনি বলতেন ঃ আল্লাহ বিত্‌র (অর্থাৎ বেজোড়) এবং তিনি বিত্‌রকে পছন্দ করেন। কাজেই হে আহলে কুরআন! বিত্‌র পড়তে থাক। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

١١٣٣- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَمِنْ أَوْسَطِهِ وَمِنْ آخِرِهِ وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৩৩. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের সব অংশে বিত্‌রের নামায পড়তেন ঃ কখনো প্রথম রাতে, কখনো মাঝ রাতে, কখনো শেষ রাতে এবং বিত্‌র প্রভাতের পূর্বে শেষ হয়ে যেতো। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٣٤- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « اجْعَلُوْا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৩৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ তোমাদের রাতের শেষ নামাযটিকে বিত্‌রের নামাযে পরিণত কর। (বুখারী)

١١٣٥- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « أَوْتِرُوْا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوْا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৩৫. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ সকাল হবার আগে বিত্‌র পড়ে নাও। (মুসলিম)

١١٣٦- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي صَلاَتَهُ بِاللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ أَيْقَظَهَا فَأَوْتَرَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

www.BANGLAKITAB.com

১১৩৬. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাতের নামায পড়তেন এবং সে সময় তিনি (অর্থাৎ আয়েশা রা.) তাঁর সামনে শুয়ে থাকতেন। তারপর যখন শুধুমাত্র বিত্‌র বাকি থাকতো, যখন তিনি আয়েশাকে জাগাতেন এবং তিনি (আয়েশা) উঠে বিত্‌র পড়ে নিতেন। (মুসলিম)

١١٣٧- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ « بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১১৩৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ ভোর হয়ে গেলে বিত্‌র পড়ার ব্যাপারে অগ্রবর্তী হও। (অর্থাৎ ভোর হবার আগে আগে বিত্‌র পড়ে নাও। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

١١٣٨- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَلْيُوْتِرْ أَوَّلَهُ ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُوْمَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ ، وَذَالِكَ أَفْضَلُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৩৮. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আশংকা করে যে সে শেষ রাতে উঠতে পারবে না সে যেন রাতের প্রথমাংশে বিত্‌র পড়ে নেয়। আর যার শেষ রাতে ওঠার সখ আছে, সে যেন শেষ রাতেই বিত্‌র পড়ে নেয়। কারণ শেষ রাতের নামাযে ফিরিশ্‌তরা হাযির থাকে এবং এটি মর্যাদার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ কর্ম। (মুসলিম)

بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الضُّحٰى وَبَيَانِ أَقَلِّهَا وَأَكْثَرِهَا وَأَوْسَطِهَا وَالْحَثُّ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ইশরাক ও চাশ্‌তের নামাযের ফযীলত, এর কম-বেশী ও মাঝামাঝি মর্যাদার বর্ণনা এবং সংরক্ষণের ব্যাপারে উৎসাহিত করা।

١١٣٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَوْصَانِي ﷺ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيِ الضُّحٰى ، وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৩৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে অসিয়্যত করেছেন, প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতে, চাশ্‌তের দু'রাকা'আত নামায পড়তে এবং শয়ন করার পূর্বে বিত্‌রের নামায পড়ে নিতে। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١١٤٠- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ : فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِى مِنْ ذَالِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৪০. হযরত আবু যার (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির জোড়াগুলোর ওপর সাদাকা ওয়াজিব। কাজেই প্রত্যেক বার 'সুবহানাল্লাহ' বলা সাদাকা হিসেবে বিবেচিত, প্রত্যেক বার 'আল হামদুলিল্লাহ' বলা সাদাকা হিসেবে বিবেচিত, প্রত্যেক বার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা সাদাকা হিসেবে বিবেচিত এবং প্রত্যেক বার 'আল্লাহু আকবার' বলা সাদাকা হিসেবে বিবেচিত। আর সৎকাজের আদেশ করা সাদাকা হিসেবে বিবেচিত হবে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা সাদাকা হিসেবে বিবেচিত হবে। আর এসবের মুকাবিলায় চাশ্‌তের যে দু'রাকা'আত পড়া হবে তা যথেষ্ট বিবেচিত হবে। (মুসলিম)

١١٤١- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الضُّحَى أَرْبَعًا ، وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ اللّٰهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৪১. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাশ্‌তের নামায ৪ রাকা'আত পড়তেন এবং তার ওপর আরো বাড়াতেন যে পরিমাণ আল্লাহ চান। (মুসলিম)

١١٤٢- وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ فَاخِتَةَ بِنْتِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَ قَالَتْ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكْعَاتٍ ، وَذَالِكَ ضُحًى » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৪২. হযরত উম্মে হানী ফাখিতাহ বিনতে আবু তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম। আমি তাঁকে গোসলরত অবস্থায় পেলাম। তিনি গোসল শেষ করে ৮ রাকা'আত (নফল নামায) পড়লেন। এটা ছিল চাশ্‌তের নামায। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ تَجَوُّزِ صَلَاةِ الضُّحَى مِنْ إِرْتِفَاعِ الشَّمْسِ إِلَى زَوَالِهَا وَالْأَفْضَلُ أَنْ تُصَلِّيَ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْحَرِّ وَإِرْتِفَاعِ الضُّحَى

অনুচ্ছেদ ঃ সূর্য ওপরে ওঠার পর থেকে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত ইশ্‌রাক ও চাশ্‌তের নামায পড়ার বৈধতা এবং সূর্য অনেক ওপরে ওঠার পর গরম যখন খুব বেশী বেড়ে যায় তখন নামায পড়া উত্তম।

١١٤٣- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّوْنَ مِنَ الضُّحَى فَقَالَ : أَمَا لَقَدْ عَلِمُوْا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « صَلَاةُ الْأَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৪৩. হযরত যায়িদ ইব্‌ন আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি একদল লোককে চাশ্‌তের (দোহা) নামায পড়তে দেখলেন। তিনি বললেন ঃ এরা জানে এ সময় ছাড়া অন্য সময় নামায পড়া উত্তম। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশকারীদের নামাযের সময় হচ্ছে সেই সময়টি যখন উটের বাচ্চা গরম হয়ে যায়। (মুসলিম)

بَابُ الْحَثِّ عَلَى صَلَاةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ وَكَرَاهِيَةِ الْجُلُوْسِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي أَيِّ وَقْتٍ دَخَلَ وَسَوَاءٌ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِنِيَّةِ التَّحِيَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায পড়তে উদ্বুদ্ধ করা এবং মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকা'আত না পড়ে বসে পড়া মাকরূহ, দু'রাকা'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদের নিয়্যতে পড়া হোক বা ফরয, সুন্নাতে মু'আক্‌কাদা বা গায়ের মু'আক্‌কাদার নিয়্যতে পড়া হোক।

١١٤٤- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৪৪. হযরত আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে তখন যেন দু'রাকা'আত (তাহিয়্যাতুল মসজিদ) নামায না পড়ে না বসে। (মুসলিম)

١١٤٥- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ : « صَلِّ رَكْعَتَيْنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

www.BANGLAKITAB.com

১১৪৫. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলাম। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। তিনি বললেন ঃ দু'রাকা'আত নামায পড়ে নাও। (মুসলিম)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ

অনুচ্ছেদ ঃ অযূ করার পর দু'রাকা'আত নামায পড়া মুস্তাহাব।

١١٤٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ : «يَا بِلَالُ حَدِّثْنِيْ بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ ، فَإِنِّيْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِيْ مِنْ أَنِّيْ لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِيْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَالِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِيْ أَنْ أُصَلِّيَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৪৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিলালকে বলেন ঃ হে বিলাল! তুমি ইসলামের মধ্যে যে সব চাইতে বেশী আশাপ্রদ আমলটি করেছো সে সম্পর্কে আমাকে বল। কারণ জান্নাতে আমার আগেআগে আমি তোমার পাদুকার শব্দ শুনেছি। হযরত বিলাল (রা.) বললেন ঃ আমার কাছে এর চাইতে বেশী আশাপ্রদ আর কোনো আমল নেই যে, যখনই আমি তাহারাত (অযূ গোসল বা তায়াম্মুম) অর্জন করেছি, রাত-দিনের যে কোনো অংশে তখনই সেই তাহারাতের সাহায্যে আমি নামায পড়েছি যে পরিমাণ আল্লাহ আমার জন্য নির্ধারিত রেখেছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَوُجُوْبِهَا وَالْإِغْتِسَالُ لَهَا وَالطِّيْبِ وَالتَّبْكِيْرِ إِلَيْهَا وَالدُّعَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَفِيْهِ بَيَانُ سَاعَةِ الْإِجَابَةِ وَاسْتِحْبَابِ اِكْثَارِ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالَى بَعْدَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিনের ফযীলত ও জুমু'আর নামায ওয়াজিব হওয়ার প্রসংগ। আর জুমু'আর নামাযের জন্য গোসল করা, খুশ্‌বু লাগানো এবং আগে-ভাগে পৌঁছে যাওয়া ও জুমু'আর দিন দু'আ করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদ পাঠ করা এবং দু'আ কবুল হওয়ার সময়ের বর্ণনা আর জুমু'আর নামাযের পর বেশী করে আল্লাহর যিক্‌র করা মুস্তাহাব।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (الجمعة : ١٠)

www.BANGLAKITAB.com

"তারপর যখন (জুমু'আর) নামায শেষ হয়ে যাবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর এবং বেশীবেশী। যিক্‌র কর, তাহলেই তোমরা সফল হবে। (সূরা জুমু'আ ঃ ১০)

١١٤٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৪৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ উদিত সূর্যের প্রভাদীপ্ত দিনগুলোর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট দিনটি হচ্ছে জুমু'আর দিন। এ দিনে সৃষ্টি করা হয়েছিল আদমকে এবং এ দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছিল আর এ দিনেই তাকে বের করা হয়েছিল জান্নাত থেকে। (মুসলিম)

١١٤٨- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৪৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অযূ করে, ভাল করে অযূ করে তারপর জুমু'আর নামাযে আসে, খুত্‌বা শুনে ও নীরবে বসে থাকে, তার সেই জুমু'আ থেকে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত এবং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি কাঁকরে হাত লাগালো সে অনর্থক সময় নষ্ট করলো। (মুসলিম)

١١٤٩- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৪৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমু'আ থেকে আর এক জুমু'আ এবং এক রমযান থেকে আর এক রমযান, এই সমস্ত অন্তরবর্তীকালে যে সব সগীরা গুনাহ হয় তার জন্য কাফ্‌ফারা স্বরূপ যখন (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি) কবীরা গুনাহ থেকে দূরে থাকে। (মুসলিম)

١١٥٠- وَعَنْهُ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ : « لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

www.BANGLAKITAB.com

১১৫০. হযরত আবু হুরায়রা ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা দু'জনেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর কাষ্ঠনির্মিত মিম্বারে (বসে) বলতে শুনেছেন ঃ লোকদের জুমু'আ ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। অন্যথায় আল্লাহ তাদের দিলে মোহর মেরে দিবেন, তারপর তারা গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (মুসলিম)

١١٥١- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৫১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ জুমু'আর নামাযের জন্য আসলে তার গোসল করা উচিত। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٥٢- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৫২. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেক বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ প্রত্যেক বালেগের (প্রাপ্ত বয়স্কের) ওপর জুমু'আর দিন গোসল করা ওয়াজিব। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٥٣- وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১১৫৩. হযরত সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন (জুমু'আর নামাযের জন্য) অযূ করলো, সে রুখ্‌সাত অবলম্বন করলো এবং এটাও ভালো। তবে যে গোসল করলো তার গোসলই হলো উত্তম। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

١١٥٤- وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لَايَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১১৫৪. হযরত সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে, নিজের সামর্থ মুতাবিক পবিত্রতা

www.BANGLAKITAB.com

অর্জন করে ও তেল লাগায় অথবা ঘরে রাখা খুশ্‌বু মাখে, তারপর (ঘর থেকে) বের হয় এবং (মসজিদের গিয়ে) দু'জন লোককে ফাঁক করে তাদের মাঝখানে বসে না, তারপর তার জন্য যে পরিমাণ (নফল ও সুন্নাত) নামায নির্ধারিত আছে তা পড়ে, এরপর ইমাম যখন খুত্‌বা দেন তখন সে চুপটি করে বসে শোনে, তার সমস্ত গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবেন, যা সে সেই জুমু'আ থেকে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত করে। (বুখারী)

١١٥٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৫৫. হযরত হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন নাপাকি থেকে পাক হবার জন্য যেমন গোসল করা হয় তেমনি ভালোভাবে গোসল করে তারপর (প্রথম সময়ে জুমু'আর নামাযের জন্য) মসজিদে যায়, সে যেন একটি উট আল্লাহর পথে কুরবানী করলো। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় সময়ে মসজিদে যায়, সে যেন একটি গুরু কুরবানী করলো। যে ব্যক্তি তৃতীয় সময়ে যায় সে যেন একটি শিংওয়ালা মেষ কুরবানী করলো। যে ব্যক্তি চতুর্থ সময়ে যায়, সে যেন একটি মুরগী আল্লাহর পথে দান করলো। আর যে ব্যক্তি পঞ্চম সময়ে যায়, সে যেন আল্লাহর পথে একটি ডিম দান করলো। যখন ইমাম বের হন (তাঁর হুজ্‌রা থেকে) তখন ফিরিশ্‌তারা খুত্‌বা শুনার জন্য (মসজিদের দরজা থেকে) হাযির হয়ে যান (এবং দপ্তরে নাম উঠানো বন্ধ হয়ে যায়)। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٥٦- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : « فِيْهَا سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللّٰهَ شَيْئًا ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ » وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৫৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর কথা প্রসংগে বললেন ঃ এর মধ্যে এমন একটি সময় আছে, যদি মুসলিম বান্দা সেটি পেয়ে যায় এবং সে নামায পড়তে থাকে, আল্লাহর কাছে সে কিছু চায়, তাহলে মহান আল্লাহ নিশ্চিত তাকে তা দেন। তিনি হাতের ইশারায় তার স্বল্পতা ব্যক্ত করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١١٥٧- وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « هِيَ مَا بَيْنَ أَن يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَ الصَّلَاةُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৫৭. হযরত আবু বুরদাহ ইবন আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) (আমাকে) জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কি তোমার আব্বাকে জুমু'আর (দু'আ কবুলের) সময়ের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কিছু বর্ণনা করতে শুনেছো? তিনি বলেন, আমি জবাব দিলাম ঃ হাঁ, আমি শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি ঃ সেই (দু'আ কবুলের) সময়টি হচ্ছে ইমামের মিম্বারে বসা থেকে নিয়ে নামায খতম হওয়া পর্যন্তকাল এই অন্তরবর্তীকালীন সময়টি। (মুসলিম)

١١٥٨- وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيْهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১১৫৮. হযরত আওস ইব্ন আওস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম দিনটি হচ্ছে জুমু'আর দিন। কাজেই সেদিন আমার উপর বেশী করে দরূদ পড়। কারণ তোমাদের দরূদ আমার উপর পেশ করা হয়। (আবূ দাউদ)

بَابُ اسْتِحْبَابِ سُجُوْدِ الشُّكْرِ عِنْدَ حُصُوْلِ نِعْمَةٍ ظَاهِرَةٍ أَوْ إِنْدِفَاعِ بَلِيَّةٍ ظَاهِرَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র কোন সুস্পষ্ট অনুগ্রহ লাভের পর এবং কোন সুস্পষ্ট বিপদ কেটে যাবার পর শুকরানার সিজ্‌দা করা মুস্তাহাব।

١١٥٩- عَنْ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ نُرِيْدُ الْمَدِيْنَةَ فَلَمَّا كُنَّا قَرِيْبًا مِنْ عَزْوَرَاءَ نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللّٰهَ سَاعَةً ، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا ، فَمَكَثَ طَوِيْلاً ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً ، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَعَلَهُ ثَلَاثًا وَقَالَ : إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّيْ ، وَشَفَعْتُ لِأُمَّتِيْ ،

www.BANGLAKITAB.com

فَأَعْطَانِيْ ثُلُثَ أُمَّتِيْ ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّيْ شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِيْ فَسَأَلْتُ رَبِّيْ لِأُمَّتِيْ ، فَأَعْطَانِيْ ثُلُثَ أُمَّتِيْ ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّيْ شُكْرًا ، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِيْ ، فَسَأَلْتُ رَبِّيْ لِأُمَّتِيْ ، فَأَعْطَانِيْ الثُّلُثَ الْآخَرَ ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّيْ شُكْرًا » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১১৫৯. হযরত সাদ ইব্‌ন আবু ওয়াক্‌কাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে বের হলাম। যখন আমরা আযওয়ারার কাছে পৌঁছলাম, তিনি নেমে পড়লেন এবং হাত তুলে কিছুক্ষণ দু'আ করতে থাকলেন তারপর সিজ্‌দানত হলেন। দীর্ঘক্ষণ সিজ্‌দায় থাকলেন। তারপর উঠলেন এবং হাত তুলে কিছুক্ষণ দু'আ করলেন। তারপর আবার সিজ্‌দায় নত হলেন। এভাবে তিনি তিনবার করলেন এবং বললেন ঃ আমি আমার রবের কাছে আবেদন করেছিলাম এবং আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করেছিলাম। আল্লাহ আমাকে আমার এক তৃতীয়াংশ উম্মত দিয়েছিলেন। আমি আল্লাহর শোকরগুযারী করার জন্য সিজ্‌দা করেছিলাম। তারপর আমি মাথা উঠিয়েছিলাম এবং আমার উম্মতের জন্য আমার রবের কাছে আবেদন করেছিলাম। তিনি আমাকে আমার আরো এক তৃতীয়াংশ উম্মত দিয়েছিলেন। এজন্যও আমি শোকরানার সিজ্‌দা করেছিলাম। তারপর মাথা তুলেছিলাম এবং আমার উম্মতের জন্য (তৃতীয়বার) আমার রবের কাছে আবেদন করেছিলাম। এবারও তিনি আমাকে অবশিষ্ট তৃতীয়াংশও দিয়ে দিলেন। এজন্যও আমি আমার রবের শোকরানার সিজ্‌দা করলাম। (আবূ দাউদ)

بَابُ فَضْلِ قِيَامِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাত জেগে ইবাদাত করার ফযীলত।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا (الإسراء : ٧٩)

"আর রাতের একটি অংশে তাহাজ্জুদের নামায পড়। তা তোমার জন্য হবে অতিরিক্ত বস্তু। আশা করা যায়, তোমার রব তোমাকে মাকামে মাহমূদে (প্রশংসিত স্থান) স্থান দিবেন।" (সূরা বনী ইস্‌রাঈল ঃ ৭৯)

تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ (السجدة : ١٦)

"তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা হয়ে থাকে।" (সূরা আস্‌-সাজ্‌দা ঃ ১৬)

كَانُوْا قَلِيْلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ (الذاريات : ١٧)

"তারা রাতে খুব কমই শয়ন করে।" (সূরা যারিয়াত ঃ ১৭)

www.BANGLAKITAB.com

١١٦٠- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقُلْتُ لَهُ : لِمَ تَصْنَعُ هَذَا ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟ قَالَ : « أَفَلاَ أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا ! » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৬০. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতেভর নামাযে এতো দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পবিত্র কুরআন পড়তেন যার ফলে তাঁর মুবারক পা দু'টো ফেটে গিয়েছিলো। আমি তাঁকে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কেন এত কষ্ট করেন ? আপনার তো আগের পিছের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ হয়ে গেছে। জবাবে তিনি বলেন ঃ (তুমি কি বল) তাহলে আমি আল্লাহর শোকরগুযার বান্দা হবো না। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٦١- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ لَيْلاً ، فَقَالَ : « أَلاَ تُصَلِّيَانِ ؟ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৬১. হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ও ফাতিমার কাছে রাত আসেন এবং বলেন ঃ তোমরা কি রাতের নামায (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ) পড় না? (বুখারী ও মুসলিম)

١١٦٢- وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ » قَالَ سَالِمٌ : فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بَعْدَ ذَالِكَ لاَ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قَلِيْلاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৬২. হযরত সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ ইবন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি তাঁর পিতা (আবদুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ্ বড় ভালো লোক যদি রাতে নামায পড়তে থাকে। সালিম (র.) বলেন ঃ এরপর থেকে আবদুল্লাহ্ (রা.) রাতে সামান্যক্ষণ ছাড়া আর শয়ন করতেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٦٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « يَا عَبْدَ اللّٰهِ لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ : كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

www.BANGLAKITAB.com

১১৬৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হে আবদুল্লাহ! উমুকের মতো হয়ো না। প্রথমে তো সে তাহাজ্জুদ পড়তো তারপর তাহাজ্জুদ পড়া ছেড়ে দিয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٦٤- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ ! قَالَ : « ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِيْ أُذُنَيْهِ أَوْ قَالَ فِيْ أُذُنِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৬৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এমন এক ব্যক্তির প্রসংগ উত্থাপিত হলো যে এক রাতে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়েছিলো। তিনি বললেন ঃ সে এমন এক ব্যক্তি যার দুই কানে অথবা বলেছিলেন এক কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٦٥- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ، إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ ، يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ : عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ تَعَالَى إِنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ صَلَّى ، إِنْحَلَّتْ عُقَدُهُ ، فَأَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৬৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়লে শয়তান তার ঘাড়ের পেছন দিকে তিনটি গিরা লাগায়। প্রত্যেক গিরায় সে এই (মন্ত্র) পড়ে ফুঁক দেয় ঃ রাত অনেক দীর্ঘ কাজেই ঘুমাও। যদি (ঘটনাক্রমে) তার চোখ খুলে যায় এবং সে কিছু আল্লাহর যিক্‌র করে তাহলে একটি গিরা খুলে যায়। আর যদি সে অযূ করে নেয় তাহলে আর একটি গিরা খুলে যায়। এরপর যদি নামায পড়ে নেয় তাহলে তৃতীয় গিরাটিও খুলে যায় এবং সকালে সে হাসি খুশী ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অন্যথায় তার সকাল শুরু হয় মানসিক ক্লেদ ও আলস্যের মধ্য দিয়ে। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٦٦- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১১৬৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হে লোকেরা ! সালামের ব্যাপক প্রচলন কর, (অভাবীদের) আহার করাও এবং রাতে লোকেরা যখন ঘুমিয়া থাকে, তখন তাহাজ্জুদের নামায পড়। তাহলে নিশ্চিন্তে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী)

www.BANGLAKITAB.com

١١٦٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৬৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ রমযানের পর সর্বোত্তম রোযা হচ্ছে মুহাররাম মাসের রোযা। আর ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হচ্ছে রাতের অর্থাৎ (তাহাজ্জুদের) নামায। (মুসলিম)

١١٦٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৬৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ রাতের নামায হচ্ছে দুই দুই রাকা'আত। তারপর যখন সকাল হবার আশংকা কর তখন এক রাকা'আতের সাহায্যে তাকে বিত্‌রে পরিণত কর। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٦٩- وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৬৯ হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে আলো বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের নামায দু'রাকা'আত দু'রাকা'আত করে পড়তেন। আর এক রাকা'আতের সাহয্যে তাকে বিত্‌রে পরিণত করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٧٠- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يَصُوْمَ مِنْهُ وَيَصُوْمُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا ، وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১১৭০. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রোযা না রাখা শুরু করতেন, তখন আমাদের মনে হতো তিনি বুঝি এমাসে কোন রোযাই রাখবেন না। আবার যখন তিনি রোযা রাখা শুরু করতেন তখন মনে হতো এ মাসে বুঝি তিনি ইফ্‌তারই করবেন না। আর যদি আপনি তাঁকে রাতে নামাযরত অবস্থায় দেখতে না চান তাহলে তা দেখতে পাবেন। আর আর নিদ্রারত অবস্থায় দেখতে না চান তাহলে তাও দেখতে পাবেন অর্থাৎ তিনি রোযাও রাখতেন এবং ইফতারও করতেন, রাতে ঘুমাতেন এবং নামাযও পড়তেন। ইবাদতে ফারসাম্য রক্ষা করতেন। (বুখারী)

www.BANGLAKITAB.com

١١٧١- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً تَعْنِي فِي اللَّيْلِ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَالِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتّٰى يَأْتِيَهُ الْمُنَادِيْ لِلصَّلَاةِ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১১৭১ হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগারো রাকা'আত নামায পড়তেন। (রাতের তাহাজ্জুদ নামাযে)। আর এই নামাযে এত দীর্ঘ সিজ্‌দা করতেন যত সময়ে তার মাথা তোলার আগে তোমাদের কেউ পঞ্চাশ আয়াত পড়ে ফেলতে পারে। আর ফজরের নামাযের আগে দু'রা'কাআত পড়তেন। তারপর নিজের ডান কাতে শুয়ে পড়তেন। এমনকি মুয়ায্‌যিন তাঁকে নামাযের জন্য ডাকতে আসতো। (বুখারী)

١١٧٢- وَعَنْهَا قَالَتْ : مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً : يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ! ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ! ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوْتِرَ !؟ فَقَالَ : « يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِيْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৭২. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান ছাড়া আর কোন মাসে নয় ১১ রাকা'আতের বেশী পড়তেন না (রাতে তাহাজ্জুদের নামায) প্রথমে তিনি পড়তেন ৪ রাকা'আত। এই ৪ রাকা'আত নামায যে কী সুন্দর আর কত দীর্ঘ হতো তা আর জিজ্ঞেস করো না। তারপর ৪ রাকা'আত পড়তেন। এ ৪ রাকা'আত যে কী সুন্দর ও কত দীর্ঘ হতো তা আর জিজ্ঞেস করো না। এরপর পড়তেন তিন রাকা'আত। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! বিত্‌র পড়ার আগে কি আপনি ঘুমান ? জবাব দিলেন ঃ হে আয়েশা ! আমার দু'চোখ ঘুমায়, কিন্তু আমার মন ঘুমায় না। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٧٣- وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ آخِرَهُ فَيُصَلِّي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৭৩. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম রাতে ঘুমিয়ে নিতেন এবং শেষ রাতে জেগে নামায পড়তেন। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١١٧٤- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوْءٍ. قِيْلَ : مَا هَمَمْتَ ؟ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ গত রাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়ছিলাম। তিনি এত দীর্ঘ কিয়াম করলেন যে আমি খারাপ সংকল্প করলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ আপনি কি সংকল্প করেছিলেন ? জবাব দিলেন, আমি সংকল্প করেছিলাম আমি তাঁর নামায ছেড়ে দিয়ে বসে পড়বো। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٧٥- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ثُمَّ مَضَى ، فَقُلْتُ : يُصَلِّي بِهَا فِيْ رَكْعَةٍ فَمَضَى فَقُلْتُ : يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَدَأَهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ ، فَقَدَرَأَهَا ، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً ، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيْهَ تَسْبِيْحٌ ، سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ ، تَعَوَّذَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ، فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، ثُمَّ قَامَ طَوِيْلاً قَرِيْبًا مِمَّا رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ، فَكَانَ سُجُوْدُهُ قَرِيْبًا مِنْ قِيَامِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৭৫. হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি এক রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়ছিলাম। তিনি সূরা বাকারা পড়তে শুরু করলেন। আমি (মনে মনে) বললামঃ (হয়তো) তিনি একশ' আয়াতে রুকু করবেন। তারপর তিনি এগিয়ে চললেন। আমি (মনে মনে) বললাম ঃ (হয়তো) এক রাকা'আতে তা পড়বেন। তিনি পড়তে থাকলেন। আমি (মনে মনে) বললাম ঃ (হয়তো) তিনি এ সূরাটি শেষ করে রুকু করবেন। কিন্তু এরপর তিনি সূরা নিসা শুরু করলেন এবং তা পড়ে ফেললেন। এরপর আলে-ইমরান শুরু করলেন এবং তাও শেষ করে ফেললেন। তিনি তারতীল সহকারে (ধীরে সুস্থে থেমে থেমে) কিরা'আত করছিলেন। যখন তিনি কোন তাসবীহের আয়াতে পৌঁছতেন তখন তাসবীহ্ করতেন, কোন প্রার্থনার স্থানে পৌঁছলে প্রার্থনা করতেন আর তা'আউযের (আশ্রয় প্রার্থনা) আয়াতে পৌঁছলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তারপর তিনি রুকু করলেন, তবে তিনি বলতে থাকলেন ঃ "সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম" (পবিত্রতা বর্ণনা করছি আমি আমার মহান আল্লাহর) তার রুকুও ছিল তাঁর কিয়ামের সমান। তারপর তিনি রুকু থেকে মাথা উঠাতে উঠাতে বললেন ঃ "সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ"। এ সময় তিনি দীর্ঘ